স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

জাগো বাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়েবসাইট www.aitmc.org

১৪ই কন্যাশ্রী দিবস

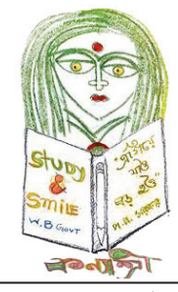

বর্ষ — ১৪ সংখ্যা — ৪১ (সাপ্তাহিক) • ১০ আগস্ট ২০১৮ থেকে ১৬ আগস্ট ২০১৮ • ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

ঝাড়গ্রামের আদিবাসী সভায় জনজোয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আরও উন্নয়ন

বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির জায়গা নেই : মমতা

মেঘাংশী দাস

উন্নয়নের ইস্যুতে আমজনতার কাছে ঘৃণার পাত্র বিজেপি এখন দেশে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে রক্ত ঝরাতে চাইছে বলে জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তোপ দাগলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ আগস্টের দিন ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে উপস্থিত লক্ষাধিক জনতাকে সাক্ষী রেখে জননেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনও জায়গা নেই। বিভেদকামী শক্তিকে কোনও জায়গা নয়। জাতিভেদ ও সংকীর্ণতাকে জায়গা নয়। কুৎসা ও ঘৃণার কোনও জায়গা নেই। ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের কোনও জায়গা নেই। একতা মজবুত হোক। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, আদিবাসী সবাই একসঙ্গে বাঁচব এই দেশে। আমরা সবাই একসঙ্গে বাংলা গড়ব, দেশ গড়ব, জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাংলায় কোনওরকম ভেদাভেদ ঠাঁই দেওয়া যাবে না।" স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "চামার-মেথরের ঘর থেকে দেশ গড়ার নেতৃত্ব উঠে আসুক।"

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিন থেকে মানুষের উপর ভরসা করেই যে তাঁর এগিয়ে যাওয়া, ঝাড়গ্রামের সভায় তা আরও একবার উল্লেখ করেন জননেত্রী। বলেন, "মনে রাখবেন, আমার উপর যদি বিশ্বাস থাকে, আমি বলব, আমাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আমি যতদিন আছি, মাথায় রাখবেন, মানুষের বিরুদ্ধে কোনও কাজ কাউকে করতে দেব না। মনে রাখবেন মানুষই আমার কাছে সব। আপনারাই আমার সবচেয়ে বড় পরিবার। মানুষ ছাড়া আমার জীবনে অন্য কিছু নেই। আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু মানুষকে ছাড়তে পারব না।"

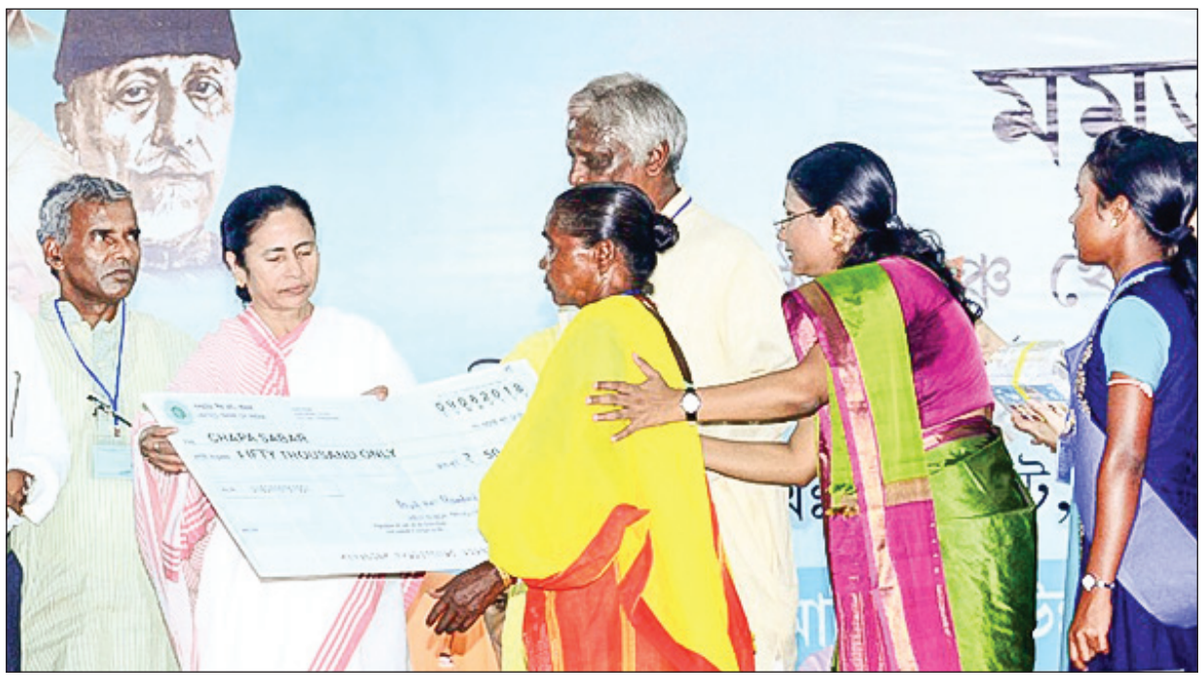

'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' ও 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে আদিবাসী মানুষদের হাতে পরিষেবা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনে রাখবেন, আমার উপর যদি বিশ্বাস থাকে, আমি বলব, আমাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আমি যতদিন আছি, মাথায় রাখবেন, মানুষের বিরুদ্ধে কোনও কাজ কাউকে করতে দেব না। মানুষই আমার কাছে সব। আপনারাই আমার সবচেয়ে বড় পরিবার। মানুষ ছাড়া আমার জীবনে অন্য কিছু নেই। আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু মানুষকে ছাড়তে পারব না।

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মীয় উৎসবের নামে বাংলায় সাম্প্রদায়িক উসকানির ইস্যুতে এই জনসভায় সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন জননেত্রী। বলেন, "ধর্ম যার যার আপন। কিন্তু উৎসব সবার। আপনার হুল উৎসব, আমার উৎসব। আপনার ভাদু উৎসব, আমার উৎসব। আপনার জহর থান উৎসব, আমাদের উৎসব। তফসিলি ও সংখ্যালঘুদের সব উৎসব আমাদের উৎসব। বাংলায় দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে ইদ, বড়দিন, আদিবাসীদের উৎসব সবই আমজনতা সর্বজনীন উৎসব হিসাবে পালন হয়। এটাই বাংলার চিরন্তন সংস্কৃতি।" জঙ্গলমহল থেকে আগামিদিনে সমাজ সংস্কারক তৈরি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একলব্য স্কুলের ভূমিকা উল্লেখ করে প্রশংসা করেন শিক্ষকদের। পঞ্চায়েত ভোটে আদিবাসীদের কিছু মানুষ গুটিকয় নেতার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু বুথে বিরোধীদের ভোট দিয়েছেন বলে বক্তব্যে ইঙ্গিত করেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, "আমাদের ভুল বুঝে দূরে সরে যাবেন না। স্থানীয় স্তরে ছোটখাটো ভুল হলে বলবেন। আমরা সংশোধন করে নেব। মনে রাখবেন, এই সরকার থাকলে তবেই শান্তি থাকবে, উন্নয়ন হবে। কারণ একমাত্র মা-মাটি-মানুষের সরকারই সবাইকে নিয়ে চলছে। আমরা বিশ্বাস করি, জগতে কাউকে বাদ দিয়ে চলা যাবে না।"

চারের পাতায়

গেরুয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন মমতা

কবিতায় গর্জে উঠল প্রতিবাদ

পরিচয়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার পদবী কী?
তোমার পিতৃপরিচয়?
তোমার ভাষা কী?
তোমার ধর্ম কী?
তুমি কী খাও?
জানো না?
তবে যাও,
এ পৃথিবীতে তোমার জায়গা নেই।
তুমি কে?
কী তোমার পরিচয়?
কোথায় থাকো?
কোথায় শিক্ষা?
জানাও।
না হলে তুমি দেশদ্রোহী।।

তুমি কে?
কা'কে সমর্থন কর?
তোমার পাঁচ পুরুষের নাম
নথিভুক্ত আছে কি?
তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ কী?
তোমার কি গোবর-ধন
অ্যাকাউন্ট আছে?
নেই?
তবে তুমি অনুপ্রবেশকারী।।

তুমি কি 'মন কি বাত' শোনো?
তুমি কি শাসকের বিরুদ্ধে লেখো?
তোমার কি ফোনে 'আধার' আছে?
তুমি কি 'পে-বি টিম'-এর মেম্বার?
সব নথিভুক্ত আছে কি?
তুমি কি শোষকের বিরোধী?
তোমার তবে স্থান নেই,
তুমি উগ্রপন্থী।।

তুমি কী কী খাও?
কোথায় কোথায় যাও?
তুমি কি অন্য ধর্মের লোক?
তুমি কি দলিত?
তুমি কি খ্রীষ্টান?
তুমি কি সংখ্যালঘু?
তুমি কি রাবণের সমর্থক নয়?
তবে তুমি বৈরাগ্য নাও।।

তুমি কি শাসকের ক্ষমতা জানো?
তুমি কি শোষকদের Agency চেনো?
তুমি কি একজন প্রতিবাদী?
তুমি কি শাসক বিরোধী?
তবে তুমি দেশবিরোধী,
তোমার জায়গা নেই।।

নাম নেই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনে যাবে?
হিন্দু-চীনা ভাই ভাই?
পররাষ্ট্র নীতি ক্লান্ত!
তাই তুমি অনাহূত।
শিকাগো যাবে?
স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ
করতে?
দুঃখিত, ধর্ম-আগ্রাসন।
ওটা স্বয়ং সেবকদের প্রাসাদ,
তোমার জায়গা নেই।
সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে
আমন্ত্রণ?
না, ওটাও বন্ধ।

ওখানে তুমি এলিট নও, এলাচি!
আসামে ভারতীয় নাগরিক?
সব বাদ।
প্রতিবাদ করবে?
তুমি তো রাষ্ট্রদ্রোহী।
কোথায় যাবে?
ডিজিটালে যাও।
'এ টি এম' এগিয়ে চলেছে?
আধার কার্ডে নাম লেখাও।
দেশ এগিয়ে চলেছে।
এগোচ্ছে রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘ।
রুটি চাও?
যাও না শপিংমলে, পাবে।

Untouchable

Do you want to go to China?
No Comments please.
Political Diplomacy cancelled it.
Want to visit Chicago?
To commemorate 125 years of
Swami Vivekananda's address?
Religious monopoly shut down the door.
Accepted the invititation of St. Stephen's College?
Not allowed friend.
See the class struggle.
Want to protest for Indian citizens in Assam?
Yor are anti-national.
Fortunately you were born in West Bengal,
Otherwise you would have been called
Intruders.
Fair enough, friends,
Fine touch,
You are untouchable.

করুণানিধি প্রয়াত, চেন্নাইয়ে শোকস্তব্ধ মমতা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়াত হয়েছেন তামিল রাজনীতির পিতামহ তথা দেশের রাজনীতির অন্যতম মহান নেতা এম করণানিধি। বেশ কিছুদিন ধরে বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসকেরা সবরকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার ৯৪ বছর বয়সে কাবেরী হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন দ্রাবিড় রাজনীতির অন্যতম পুরোধা, তামিলনাড়ুর পাঁচ বারের মুখ্যমন্ত্রী ও ডিএমকে প্রধান এম করুণানিধি। একে একে সব প্রত্যঙ্গই কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল। করণানিধির শারীরিক অবস্থার প্রতিনিয়ত খোঁজ নিয়েছেন জননেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বেগজনক পরিস্থিতির খবর পেয়েই দ্রুত নবান্ন থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় তিনি পৌঁছে যান চেন্নাই। করুণানিধির সন্তান স্তালিন, আলাগিরি, কানিমোজির পাশে ছিলেন তিনি। জাতীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম চেন্নাই যান। বিমানবন্দর থেকেই সোজা যান করণানিধির থিরুক্কাভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে। প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তিনি। টুইটারে তাঁর শোকবার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আজ ভারত তার এক মহান সন্তানকে হারাল। আর তামিলনাড়ু হারাল তার পিতৃপ্রতিম এক নেতাকে।

করুণানিধিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাতের পাতায়

আজকের প্রজন্ম রামধনুর মতো রঙিন : মমতা

পড়ুয়াদের জীবন গড়ার পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

হিয়া রায়

দেশকে ভালবাসা। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। দেশ গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে পড়ুয়াদের পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভাল জিনিসকে গ্রহণ করা। সবসময় পজিটিভ থাকা। আর দেশের সুনাম-মর্যাদাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা।

নজরুল মঞ্চে একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের উদ্যোগে রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি স্কুলের হাজার দুয়েক পড়ুয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা হাজির ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করেন আর উত্তর দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্নোত্তর পর্বে কখনও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। কখনও ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। কখনও আবার দেশ গঠনে কীভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে, তার পরামর্শও দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি আগে একজন সমাজকর্মী। মানুষ সবার আগে। মনুষ্যত্ব, মানবিকতা সবার আগে। রাজনীতি করে খাওয়া নয়। টিপিক্যাল পলিটিক্সে বিশ্বাস করি না। মানুষের জন্য কাজ করতে চাই সারা জীবন। মানুষের জন্য সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চাই। রাজনীতি করি মানুষের জন্য।" দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা পড়ুয়াদের দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি কখনও হিন্দু-মুসলমানে ভাগাভাগি করি না। ছোট-বড় করি না। রাজনীতি না করলেও দেশ ভাঙার কাজে যুক্ত হতাম না। ভিআইপি নয় এলআইপি (লেস ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন) হিসাবে কন্টিনিউ করতে চাই। ছোট কর্মী হিসাবে সবসময় পিছনে থাকতে ভালবাসি। আমার আশা-প্রত্যাশা, কাঠবিড়ালি হয়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। কখনও ভাগাভাগি নয়।" বাংলার বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "বাংলা একটা যৌথ পরিবার। সেই পরিবারের সদস্য হিসাবে সবাই এখানে নিরাপদ। বাংলা শুধু গোটা দেশে নয়, বিশ্বের সংস্কৃতির রাজধানী। আমরা কখনও ভাগাভাগি করি না।"

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জনস্বার্থ সবার আগে। জীবন গড়তে ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন। কিন্তু কখনওই মানুষ থেকে বিচ্যুত হওয়া নয়, এটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে নিজের স্কুল জীবনের একটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেছেন জননেত্রী। বলেছেন, "ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। পাড়ার একটা মুদির দোকানে গিয়েছিলাম। একজন সিনিয়র লোক সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা ছুড়ে ফেলতেই একজন বাচ্চার গায়ে গিয়ে পড়ে। জামা পুড়ে যায়। কে সিগারেট ফেলল বলে সকলে জানতে চায়। কিন্তু কেউ মুখ খোলেনি। আমি বলে দিয়েছিলাম, উনি ফেলেছেন। এমনকী এই ঘটনায় আমি সাক্ষীও হয়েছিলাম।"

সাতের পাতায়

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —ফাইল চিত্র

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনবিরোধী গৈরিক আধিপত্যমুক্ত ভারত চাই

পূর্ণেন্দু বসু

আরএসএস নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির এনডিএ সরকারের চার বছর পূর্ণ হয়েছে। আগামী বছর (২০১৯) সাধারণ নির্বাচন। চার বছরে মোদির শাসনকাল, ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে গৈরিক আধিপত্যবাদের কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে বিবেচিত হবে। পূর্বাপর গৈরিকীকরণের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক এই পর্ব। এই পর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানাদিক থেকে দেশের উপর হিন্দু জাতীয়তাবাদকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার সাম্প্রতিকতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল অসমের ৪০ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন, নাগরিকত্বহীন করে দেওয়ার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভয়ংকর কার্যকলাপ।

নরেন্দ্র মোদির একের পর এক পদক্ষেপে গণতন্ত্র-মানবিকতা পদদলিত হচ্ছে এবং এক ভয়াবহ জরুরি অবস্থার মতো চরম স্বৈরাচার ভারতভূমিকে গ্রাস করতে চাইছে।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নরেন্দ্র মোদি যে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন না, ক্রমশই তা স্পষ্ট হচ্ছে। সর্বস্তরে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিভাজনের রাজনীতি তথা ধর্মকে হাতিয়ার করে ঘৃণা, আতঙ্ক ও মিথ্যাচারকে নরেন্দ্র মোদিরা একটা ভাবধারায় পরিণত করেছেন। সব মানুষের আর্থিক বিকাশ এক চরম মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধারের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, চরম ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়ে অর্থনৈতিক নীতিকথা আউড়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এরকম অনেক মিথ্যাচার এই পর্বের শাসনকে কলঙ্কিত করেছে।

নরেন্দ্র মোদি দিল্লির মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যাহত প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন। যার মূল কথা ছিল—তিনি বাড়িঘর ছেড়ে জনসেবায় নিয়োজিত হয়েছেন। সর্বক্ষণ তিনি ও তাঁর সরকার গরিব মানুষের জন্য ভাবছেন। কৃষক-মজুর বঞ্চিত মানুষের জন্য তিনি পুরোপুরি সমর্পিত। দুর্নীতি ও অসততার বিরুদ্ধে তিনি শেষপর্যন্ত লড়বেন। ৭০ বছরের জরাগ্রস্ত ভারতকে তিনি নবজীবন দান করবেন।

অথচ আমরা তাঁকে দেখলাম বিলাসবহুল লাইফস্টাইলের একনায়ক হিসাবে। তাঁর গাড়ি, ঘড়ি, সাজ-পোশাক সবই অস্বাভাবিক দামি। তাঁর প্রতিদিনের খরচ-খরচায় আত্মত্যাগের নাম-গন্ধ নেই। আছে বিলাসী-পুরুষের ভোগ-বাসনার ছাপ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির প্রচারে যে নজিরবিহীন খরচ করা হয়েছিল, ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে তা সর্বকালীন রেকর্ড। প্রশ্ন ওঠে, তাঁর নির্বাচনী প্রচারের খরচ কারা জুগিয়েছিল? মোদি আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। দুর্নীতি নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেন। অথচ অনেক দুর্নীতির নায়করা তাঁর পরম মিত্র। নোট বাতিলের মাধ্যমে কালো টাকার উদ্ধার আর একটি বড় প্রতারণা। মানুষ হাড়ে হাড়ে তা বুঝেছেন। এরকম একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়। তার আর দরকার নেই। হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই গোটা হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন, বিজেপি-আরএসএসের স্থায়ী পলিসির অন্যতম। মোদির শাসনকালে এর ধারাবাহিক প্রয়াস লক্ষণীয়। 'গোরক্ষক' নামে তৈরি হয়েছে সংঘ পরিবারের দুষ্কৃতী বাহিনী। অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াডের নামে নানা রাজ্যে নীতিপুলিশের ভূমিকা নিচ্ছে মোদি বাহিনী। মানুষের খাওয়া-পরা, লেখা-পড়া-শিক্ষা, সঙ্গী-নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে গেরুয়া শিবিরভুক্তরা নীতি-নির্ধারকের ভূমিকায়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে এক ভয়াবহ বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। গোরক্ষার নামে খুন ও নির্যাতন রোজকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দলিত-দলন চলছে নিত্যনৈমিত্তিক। এসবই চলছে ধারাবাহিকভাবে। বাস্তবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের অবাধ বিচরণের ছাড়পত্রদান, মুসলিম ও দলিতদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও ঘৃণাবর্ষণ মোদি জমানার সবথেকে বড় এজেন্ডা। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণে কলুষিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র। ইতিহাস পাল্টে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। মোদির শাসনকাল জুড়ে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র আক্রমণের শিকার। সংসদে অচলাবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সিবিআই-এর মতো সবকটি তদন্তকারী সংস্থা পরিণত হয়েছে মোদি সরকারের রাজনৈতিক হাতিয়ারে। বিহার, গোয়া, মণিপুর, মেঘালয়ে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরেও রাজ্যগুলিতে সরকার গঠন করে বিজেপি। ছলে-বলে-কৌশলে এই কাজ করা হয়। এর পিছনে কাজ করে বিজেপির অর্থশক্তি, পেশিশক্তি, হুমকি ও সন্ত্রাস।

মোদি সরকারের চরম দ্বিচারিতা ধরা পড়ে—একদিকে কালো টাকা উদ্ধারের নামে সাধারণ মানুষকে সংকটে ফেলে নোট বাতিলের ঘোষণায় এবং অন্যদিকে চুপিসারে বড় বড় শিল্পমালিকদের বিপুল অঙ্কের ঋণমকুবের ঘটনায়। দেশের সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে কর্পোরেট লুটেরাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে মোদি সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা এখন অনেকেরই জানা। কৃষির সংকট, কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনায় সারা দেশ তোলপাড়। দলিত-আন্দোলন দানা বাঁধছে। একের পর এক উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়—গভীর ইঙ্গিত বহন করছে। জমানা বদলের সম্ভাবনা ক্রমশই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে অসমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় আক্রমণ নামিয়েছে বিজেপি সরকার। নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ করার বিষয়টিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বিদেশি প্রতিপন্ন করা। এবং স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে প্রায় রাষ্ট্র অনুমোদিত বিরোধ-বিভাজনকে বাড়িয়ে দেওয়া। তাঁরা যে-সব যুক্তি দিচ্ছেন তা একদিক থেকে অমানবিক ও পুরোপুরি অনৈতিক। আগামী লোকসভা নির্বাচনে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিবাদ সৃষ্টি করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করাই এর উদ্দেশ্য। বিজেপি-শাসিত অসমে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি, এমএলএ এবং বাংলার এক মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশবাহিনী যে আচরণ করেছে, যেভাবে জনপ্রতিনিধেদের হেনস্তা করেছে তা এক ভয়ংকর এমার্জেন্সির সঙ্গেই তুলনীয়। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা যেরকম আস্ফালন করছেন, তাতে মনে হয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এসবই ফ্যাসিবাদী হিটলারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে হিটলারের সংযোগী গোয়েবলসদের কথা। এই বিষয়ে অনেক কথা বলার বা লেখার আছে। ধারাবাহিকভাবে সে কাজ চলতেই থাকবে। দেশের মানুষের কাছে সেই সময় চলে এসেছে, যখন দৃপ্তকণ্ঠে বলতে হবে—আর না। অনেক হয়েছে। গেরুয়া শক্তির অগ্রগতি রোধ করতে হবে। এখন থেকেই আওয়াজ তুলতে হবে—আরএসএস পরিচালিত বিজেপি হঠাও—দেশ বাঁচাও। এ প্রসঙ্গে দাবির পক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় উত্থাপন করতেই হবে।

যাঁরা রাতারাতি গান্ধী মূর্তির রং গেরুয়া করে দিয়ে সবকিছুর গৈরিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে চান, তাঁদের জানা উচিত, এতে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে গেরুয়াবাদীদের গুরুত্ব একটুও বাড়বে না। উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার এই ঘটনা দুষ্কৃতীদের আচরণ বলেই ভাববে মানুষ। এই ঘটনা সময়ের প্রতীক। বড় দুঃসময়। এ হল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ও ভাবধারার উপর গায়ের জোরে গৈরিক জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া। মুঘলসরাই জংশনের নাম পাল্টে দীনদয়াল উপাধ্যায় করে দেওয়ার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি বিকৃত করা চরম নিন্দনীয়। তার চেয়ে বেশি নিন্দনীয় হল গৈরিক একাধিপত্যের এই আস্ফালন। একথা আমরা বলতে পারি — গান্ধিজীর চশমা ব্যবহার করে যাঁরা হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে সামনে আনতে পারেন, তাঁরা আর যাই হোন, গান্ধীভক্ত নন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যা করতে যাঁদের হাত কাঁপেনি, তাঁরা করবেন গান্ধীবন্দনা? তা হতেই পারে না। গান্ধীজির সঙ্গে মোদি-শাহ্ জুটির কোনও রাজনৈতিক মিল নেই। নাগপুরি হিন্দু জাতীয়বাদ গান্ধী-চিন্তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। পুরোপুরি বিপরীত এক মতাদর্শ।

আসলে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ওঁদের দীর্ঘদিনের। তাই গেরুয়াপন্থীরা গান্ধী-নেহরু-সুভাষ-এর বিপরীতে দীনদয়াল উপাধ্যায়, মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে দেশনায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। তাই জনপরিসরে বারবার এঁদের নাম নিয়ে আসা হচ্ছে। আর মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে গান্ধী-নেহরুর নাম।

গান্ধীর আদর্শ বা নেহরু যেভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ ছবি এঁকেছিলেন—তা গেরুয়া শিবির হাজারো প্রচেষ্টাতেও বদলাতে পারবে না। তাই সংঘপন্থীরা চায় গান্ধী-নেহরুর কথা বর্তমান প্রজন্ম যেন জানতে না পারে। তাঁদের চিন্তা যেন সাধারণ ভারতবাসীর কাছে না পৌঁছয়। বারবার দীনদয়ালদের কথা বলে সে-কাজটাই তাঁরা করছেন।

বলা বাহুল্য, এটা চুপ করে বসে থাকার সময় নয়। এক ভয়ংকর বিপজ্জনক রাজনীতির খেলা চলছে দেশে। আজ যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, তাঁরা আরএসএস-এর হিন্দু-আধিপত্যবাদী ধারণার দ্বারা পরিচালিত। নাগপুরের অনেকদিনের স্বপ্ন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করা। সেই স্বপ্ন সফল করেছেন তাঁরা। এখন তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন মোদি-রাজত্বকে দীর্ঘায়িত করার। এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়। এই বিপদকে অপসারিত করতেই হবে। গৈরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতেই হবে। রুখতেই হবে ছোট হিটলারের ফ্যাসিবাদী রাজত্ব গড়ে তোলার জন্য নব্য-অপচেষ্টাকে। ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তা বুঝিয়ে দিতে হবে গৈরিক-আধিপত্যবাদীদের।

শিলচর বিমানবন্দরের লাউঞ্জে পুলিশের ঘেরাটোপে তৃণমূল সাংসদরা।

সাম্প্রতিকতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল অসমের ৪০ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন, নাগরিকত্বহীন করে দেওয়ার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভয়ংকর কার্যকলাপ। নরেন্দ্র মোদির একের পর এক পদক্ষেপে গণতন্ত্র-মানবিকতা পদদলিত হচ্ছে এবং এক ভয়াবহ জরুরি অবস্থার মতো চরম স্বৈরাচার ভারতভূমিকে গ্রাস করতে চাইছে।

বাণিজ্য ঘাটতিতে বেসামাল মোদি সরকার; 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কার্যত 'সেল ইন ইন্ডিয়ায়' পরিণত হয়েছে

ড. দেবনারায়ণ সরকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অন্যতম বিখ্যাত সংগ্রামী নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, "আমরা অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করব না যা আমাদের উচিত নয়, এই ভয়ে যাতে এরূপ না ঘটে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, অথচ সম্পাদন করতে পারিনি" ("We must not promise what we aught not, lest we be called on to perform what we can not")। কিন্তু ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গত প্রায় সাড়ে চার বছরে তিনি যে সব প্রতিশ্রুতি ভারতের জনসাধারণের কাছে দিয়েছিলেন, তা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে চলেছে। তাই অন্যান্য প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ফলাও করে প্রচার করা, "Make in India" (অর্থাৎ ভারতের মধ্যে তৈরি করো) প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে "Make out India" (অর্থাৎ ভারতের বাইরে তৈরি করো) এবং "Sell in India" (অর্থাৎ ভারতের মধ্যে বিক্রি করো) বাস্তবায়িত হয়েছে। মোদির প্রতিশ্রুতি "ভারতে কারখানা তৈরি" কার্যত নিছক প্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভাবে চালু দেশীয় শিল্প কুপোকাত হয়েছে চিনা পণ্যের আক্রমণে। শুধু চিন নয়, অন্যান্য দেশের উৎপাদন শিল্পের সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না ভারতীয় শিল্প। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ভারতীয় শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে শিল্পে কর্মসংস্থান কমেছে দ্রুতগতিতে। কথা ছিল, বছরে দু' কোটি চাকরি। সেখানে শুধুমাত্র সৌরশিল্পেই চিনা পণ্যের প্রভাবে দেশীয় শিল্পে কাজ খুইয়েছেন দু'লক্ষ কর্মী। অন্যদিকে, বাণিজ্যযুদ্ধে ভারত চরমভাবে পিছিয়ে পড়েছে। টাকার দামের পতন এখন তো অবাধ। পণ্য রফতানি বৃদ্ধির হার মোদির গত চার বছরে যথেষ্ট কমেছে এবং বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে দ্রুতহারে। বর্তমানে চিন ও আমেরিকার শুল্ক যুদ্ধে ভারতের অবস্থা আরও সংকটময়। বর্তমান নিবন্ধে এর খানিকটা তুলে ধরা হল।

মোদির আমলে রফতানি ক্রমশ কমেছে ও বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বেড়েছে

প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের সামগ্রিক পণ্য রফতানি ও আমদানি সম্পর্কে আসা যাক। ইউপিএ আমলের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভারতের রফতানি আয় ছিল ৩১২.৩৫ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, মোদি সরকার তার গত চার বছরেও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ঢাক ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে মোদির আমলে রফতানি আয়ের থেকে আমদানি ব্যয় ক্রমশ তীব্রভাবে বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম। মোদির আমলে প্রথম ২-৩ বছর টাকার দাম প্রতি ডলারে ৬৪ টাকার আশপাশে থাকলেও আমরা রফতানি আয় বাড়াতে পারিনি, এখন সেটা ৬৯ টাকার আশপাশে হলেও রফতানি আয় কার্যত বাড়াতে ব্যর্থ হচ্ছি। অন্যদিকে দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় অথবা নতুন পুঁজির অভাবে এই শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগের অভাবে নতুন শিল্প তৈরি না হওয়ায় আমাদের আমদানি ব্যয়ের বহর ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে মোদির আমলে বাণিজ্য ঘাটতি (রফতানি আয়ের থেকে আমদানি ব্যয় বেশি) ছিল ১১৭ মার্কিন বিলিয়ন ডলার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই ঘাটতির বহর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৭ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে ২০১৫-১৬-এর তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে ভারতের অতিরিক্ত বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান বছরে এই ঘাটতি আরও বাড়বে। অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা।

মোদির আমলে চিন থেকে আমদানি ক্রমশ বেড়েছে, চরম আকার নিয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি

কেন মোদি সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'মেক আউট ইন্ডিয়া'য় বা 'সেল ইন ইন্ডিয়া'য় পর্যবসিত হচ্ছে? প্রথমে চিনের প্রকল্পে আসা যাক। ২০১৩-১৪ সালে (মনমোহন সরকারের শেষ বছরে) ভারতের আমদানিতে চিনের ভাগ ছিল ১১.৬%। মোদি সরকারের চতুর্থ বছরে অর্থাৎ ২০১৭-১৮-তে তা দাঁড়িয়েছে ১৬.৬%। তখন প্রতি বছর চিন থেকে আমদানি বাড়ছিল ৯% হারে। এখন তার পরিমাণ ২০%। অন্যদিকে, ভারতের রফতানিতে চিনের ভাগ কার্যত বাড়েনি। ভারতের মোট রফতানিতে চিনের অংশ ৪ শতাংশেরও কম। এর ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি (রফতানি আয়ের থেকে আমদানি ব্যয় বেশি) দ্রুতগতিতে বেড়েছে। ২০০৭-০৮ সালে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৬ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। ২০১৬-১৭-তে ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ১০ বছরে ঘাটতি বেড়েছে ২১৯ শতাংশ বেশি। ২০১৭-১৮-তে এটি আরও বেড়ে ৬৩ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। টাকার অঙ্কে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা। ভারতের মোট ঘাটতির ৪০%।

চিনা পণ্যের প্রতিযোগিতায় বন্ধ বহু ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান

চিনা পণ্যে কুপোকাত ভারতীয় শিল্প। আঘাত এতটাই যে ঝাঁপ বন্ধ করতে হয়েছে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। সস্তায় চিনের সঙ্গে টক্কর দিতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে ওষুধ, বস্ত্র, সৌরবিদ্যুৎ, খেলনার মতো বিভিন্ন শিল্প। দীপাবলির আলো থেকে দোলের রং—চিনা আক্রমণে বাদ যাচ্ছে না কোনও কিছুই। জীবনদায়ী ওষুধেও চিনের উপর নির্ভরতা ৯০%। জাতীয় সোলার মিশনের লক্ষ্যে সৌর প্যানেলের ক্ষেত্রেও চিনের কবজায় ৯০%। খেলনার বাজারও প্রায় ৯০% চিনের দখলে। চিনা সাইকেলেও ভারত কুপোকাত। ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন ইত্যাদি এখন চিনের দখলে। তাই মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

মোদির আমলে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বেড়েছে

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যেও মোদির আমলে বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। ভারত তার মোট রফতানির গড়ে ১৫ শতাংশ ও মোট আমদানির গড়ে ৫ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করে থাকে। তথাপিও বাণিজ্য ঘাটতি মোদির আমলে ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৩-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে ছিল প্রায় ২০ হাজার মিলিয়ন ডলার ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৩ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৪ বছরে অতিরিক্ত বেড়েছে ৩ হাজার মিলিয়ন ডলার।

চিন ও আমেরিকার শুল্ক যুদ্ধে ভারতের বাণিজ্যে ঘাটতি আরও খারাপতর হতে বাধ্য। একদিকে মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ব্যর্থতা ও অন্যদিকে মোদির আমলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্র হওয়ায় চরম বেসামাল মোদি সরকার। তাই অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে বাহ্যিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম ভারসাম্যহীনতার দায় তো তাকেই নিতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ও সেক্রেটারি,
সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

চিনা পণ্যে কুপোকাত ভারতীয় শিল্প। সস্তায় চিনের সঙ্গে টক্কর দিতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে ওষুধ, বস্ত্র, সৌরবিদ্যুৎ, খেলনার মতো বিভিন্ন শিল্প। দীপাবলির আলো থেকে দোলের রং—চিনা আক্রমণে বাদ যাচ্ছে না কোনও কিছুই। জীবনদায়ী ওষুধেও চিনের উপর নির্ভরতা ৯০%। জাতীয় সোলার মিশনের লক্ষ্যে সৌর প্যানেলের ক্ষেত্রেও চিনের কবজায় ৯০%। খেলনার বাজারও প্রায় ৯০% চিনের দখলে। চিনা সাইকেলেও ভারত কুপোকাত। ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন ইত্যাদি এখন চিনের দখলে। তাই মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

জিডিপি বৃদ্ধির হারে কেন্দ্রকে টেক্কা বাংলার

কৌশিক বসু

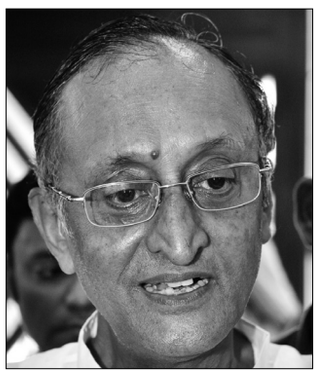

এবার জিডিপি বৃদ্ধির হারে কেন্দ্রকে টেক্কা দিল পশ্চিমবঙ্গ। সৌজন্যে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির বিজেপি সরকারের চেয়ে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত মা-মাটি-মানুষের সরকারের জিডিপি বৃদ্ধির বিষয়টি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও।

এই তথ্য দিয়ে নবান্নে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়ে দেন, "শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে কাজ করছে মূলধনী ব্যয়। বাম আমলের শেষ বছর, অর্থাৎ ২০১০-'১১-তে যা ছিল ২২২৫ কোটি, সেটাই বর্তমান বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৫৬৮ কোটি। এটাই জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।" রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋণ জর্জরিত রাজ্যকে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন জননেত্রী। শুধু কাজ আর মানুষের উন্নয়ন এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জননেত্রী। সরকারকে নবান্নে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন জননেত্রী। এখনও পর্যন্ত চারশোরও বেশি প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন গোটা রাজ্যজুড়ে। আর তারই সুফল পাচ্ছে রাজ্য। এই কথা উল্লেখ করে অমিত মিত্র বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যে ৪০০ প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন, জিডিপি বৃদ্ধি তার সুফল। তিনি সমস্ত প্রকল্প ধরে ধরে পর্যালোচনা করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।" অর্থমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের জিডিপি নিয়ে বারবার আলোচনা হয়েছে, কার কত বেড়েছে তা নিয়ে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনও এসে বলেছিল, জিডিপি নিয়ে যে বিতর্ক তা মিটিয়ে নিলে ভাল হয়। আমরা বলেছিলাম আগস্টে তা মিটে যাবে। এর নিষ্পত্তি হল। কেন্দ্রীয় সংস্থা সিএসও এখন মেনে নিয়েছে রাজ্যের জিডিপি গ্রোথ অনেক বেশি।" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অমিত মিত্র আরও জানিয়ে দেন, "রাজ্যে ২০১৭-১৮ সালে জিডিপি বেড়েছে ৯.১৫ শতাংশ। সেখানে দেশের বেড়েছে ৬.৭ শতাংশ। তফাত অনেকটাই। দু'বছর এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র একে মান্যতা দিল।" জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উদ্যোগেই যে রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ ফিরে এসেছে তাও স্পষ্ট হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের বৃদ্ধি যেখানে ১৬.২৯ সেখানে ভারতের বৃদ্ধি ৫.৫৪ শতাংশ। নির্মাণ ক্ষেত্রে দেশের জিডিপি যেখানে ৫.৭৪ সেখানে বাংলার ২৭.৬৩। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন , এটা রাজ্যের উন্নয়নের সামগ্রিক ছবিটা তুলে ধরে। এতদিন বলা হত, আপনাদের তথ্য তো কেন্দ্র মানছে না। এখন আমরা বলতে পারি, আমাদের দাবি সঠিক ছিল। কেন্দ্র তা মেনে নিতে বাধ্য হল। আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে প্রাপ্ত তথ্য ধরে হিসাব করা হত। এখন সিএসও গড়ে তা করা হচ্ছে। আমরা চ্যালেঞ্জ করি, কোথা থেকে, কী ধরনের তথ্য নিয়ে এটা করছেন, সেটা বলুন। তারপর নানা আলোচনার পর এটা মেনে নিল কেন্দ্র।

কোথায় গণতন্ত্র, কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতা : মুখ্যমন্ত্রী

টুইটে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএস

শঙ্খ রায়

শুধুমাত্র খসড়া প্রস্তুত হয়েছে নাগরিকপঞ্জির। সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ দিয়েছে, এর ভিত্তিতে কোনওরকম পদক্ষেপ করা যাবে না। অথচ, এই খসড়াকে সামনে রেখেই ষড়যন্ত্র করে অসমের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নিয়ে বিজেপি ও আরএসএস মিলিতভাবে চক্রান্তি করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রের অসাধু মদতে যখন-তখন দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে বিজেপি। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই এবার গর্জে উঠলেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে দিল্লি গিয়ে এ নিয়ে যে অন্যায় হচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে তা সাফ জানিয়ে এসেছেন নেত্রী। এবার টুইট করে ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। তাঁর কথায়, "কোথায় গণতন্ত্র? কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতা? কোথায় আমাদের দেশের নৈতিকতা? দুর্ভাগ্যজনক যে, সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএস।"

৩০ জুলাই নাগরিকপঞ্জির খসড়া প্রকাশ হয়েছে। সেই খসড়া থেকেই বাদ গিয়েছে

> **শুধু নাম বাদই নয়, এই মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে তালিকায় নাম আছে কি না, তা দেখার কাজ চলছে। এই দুরবস্থার মধ্যে তৃণমূলের সংসদীয় দল ঢুকতে চেয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যায় অসমে। তাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় শুধু নয়, তাদের অসম পুলিশের হাতে নির্যাতিত হতে হয়।**

৪০ লক্ষ মানুষের নাম। তাদের মধ্যে বাঙালি তো বটেই, দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে অসমের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এমন মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আর তা হয়েছে একেবারে বাঙালি বিরোধিতার নামেই। বিজেপি বাঙালি বিরোধী। এই সত্য প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার পরই প্রথম থেকে গর্জে উঠেছেন জননেত্রী। বলেছেন, "আদালত কখনও বলেনি, ভারতীয়দের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।"

বস্তুত, বাঙালি খেদানোর নাম করে অসমে বিজেপি-বিরোধী ভোটারদের এনআরসি তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। গোটাটাই চক্রান্ত করে। এবং তা নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে বুঝেই দু'শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শুধু নাম বাদই নয়, এই মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে তালিকায় নাম আছে কি না, তা দেখার কাজ চলছে। এই দুরবস্থার মধ্যে তৃণমূলের সংসদীয় দল ঢুকতে চেয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যায় অসমে। তাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় শুধু নয়, তাদের অসম পুলিশের হাতে নির্যাতিত হতে হয়। দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। তার বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছেন জননেত্রী। বলেছেন, "কেন দু'শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী অসমে। বিজেপির জন্য গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সংকটে।" আর কোনও পরিস্থিতিতেই এই বিরোধিতা ও আন্দোলনের রাস্তা থেকে তিনি সরবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন নেত্রী।

> **দুর্ভাগ্যজনক যে, সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএস। আদালত কখনও বলেনি, ভারতীয়দের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কেন দু'শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী অসমে। বিজেপির জন্য গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সংকটে।**
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজধানীতে সরব সাংসদরাও

শঙ্খ রায়

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে অসমে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আরএসএস-বিজেপির চক্রান্তে সেখানে বাঙালি খেদানোর নামে চলছে অত্যাচার। সুপ্রিম কোর্ট তা নিয়ে অকারণ বিভ্রান্তি ছড়াতে কড়া ভাষায় নিষেধ করেছে। তার মধ্যেও চলছে ভয় দেখানো। অথচ প্রধানমন্ত্রী চুপ। কেন্দ্রীয় সরকার তা আটকানোর কোনও ব্যবস্থা যেমন নিচ্ছে না, তেমনই সংসদে প্রধানমন্ত্রীও এ নিয়ে কোনও বিবৃতি দিচ্ছেন না। সেই ইস্যুতেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে ক্ষোভ উগরে দিল তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দল। শুধু ভিতরেই নয়, ক্ষোভ দেখিয়ে তারা সংসদের বাইরেও প্রতিবাদ দেখায়। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, নাগরিকপঞ্জি নিয়ে কোনওরকম বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে না। এ নিয়ে কোনওরকম পদক্ষেপও করা যাবে না। তার পরও এ নিয়ে কোনও চক্রান্ত করে চলেছে বিজেপি-আরএসএস। তারই প্রতিবাদে সংসদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে অসমে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতারা। সাংসদদের সঙ্গে সেই দলে রাজ্যের বিধায়কও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি শুধু নয়, তাঁদের বাধা দিয়ে আটকে রাখে পুলিশ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা নিয়ে সুপার এমারজেন্সি চলছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস দলও জানিয়ে দেয়, তারা আবার যাবে অসমে। কিন্তু তার আগে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাই। কিন্তু তাও এড়িয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অবস্থাতেই সংসদের উভয় কক্ষে সরব হয়েছে মা-মাটি-মানুষের দল। তারা জানিয়ে দিয়েছে, তারা আজীবন মানুষের পাশে থাকবে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন তারা চালিয়ে যাবে।

শুধু অসমের পরিস্থিতি নিয়েই নয়, সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস এটিএম ইস্যুতেও সরব হয়েছে। এটিএম লুঠ করার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। স্কিমিং করে কার্ড 'রিড' করে নেওয়া হচ্ছে। তার পর অ্যাকাউন্ট থেকে উঠে যাচ্ছে টাকা। অসাধু চক্রের হদিশও মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নাম করে দেশকে প্লাস্টিক মানিতে লেনদেন করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতেই চলছে বিদেশি লুটেরার হাতে এভাবে টাকা লুঠ। তার বিরুদ্ধেই জননেত্রীর নির্দেশে সংসদে প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

লুঠ হচ্ছে কষ্টার্জিত টাকা

দেশে মানুষের নিরাপত্তা নেই, এটিএম কাণ্ডে সরব মুখ্যমন্ত্রী

রানার চক্রবর্তী

সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদে তিনিই নামতে পারেন। তিনিই মানুষের প্রতিবাদকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন। তিনিই সেই লড়াই সফল না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যেতে পারেন। যেভাবে একের পর এক এটিএম থেকে দুর্বৃত্তরা টাকা তুলে নিচ্ছে। যেভাবে মানুষের কষ্টার্জিত টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার হয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছেন মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে। প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েই। তাঁর নির্দেশে বিষয়টি সংসদে তুলেওছেন তৃণমূলের সাংসদেরা। আসলে, রক্ষীবিহীন এটিএমে আর্থিক নিরাপত্তাও নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই অবশ্য রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ব্যাঙ্কগুলির কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে প্রতারিত মানুষের টাকা ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে রক্ষীবিহীন এটিএম রাখা যাবে না বলে বৈঠকে জানিয়েছে দফতর।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এটিএমে একের পর এক প্রতারণা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "এদেশে আর মানুষের নিরাপত্তা নেই। যেদিন থেকে নোটবন্দি শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই আর্থিক নিরাপত্তা চলে গিয়েছে।" নোটবন্দির সময়েও প্লাস্টিক কার্ডের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা পরে টের পাওয়া গিয়েছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই স্পষ্ট হয় মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কাই সত্যি ছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে দেশে বহু জায়গায় ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নেই, সেখানে প্লাস্টিক অর্থনীতি চলে? প্লাস্টিক কার্ড দিয়ে কী হবে? এদেশে প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর ও অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তোপ দেগেছেন কেন্দ্রের সরকারের প্রতি। ক্রস চেক না করে ডিজিটাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? নোটবন্দির সময় থেকেই তো ডিজিটাল কী বোঝা গিয়েছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রকের নীরবতা নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, "অর্থমন্ত্রক কী করছে? পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত।" যেভাবে আধার নিয়ে লিঙ্কেজ করা হচ্ছে, সে বিষয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতর স্পষ্ট করেছে, এটিএম প্রতারণায় কারও টাকা মার যাবে না। সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে ব্যাঙ্ককে। আগামিদিনেও এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে বলে জানিয়ে দিল দফতর। মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে ব্যাঙ্কগুলির আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, "গ্রাহকদের কষ্টার্জিত টাকার সুরক্ষার দায়িত্ব আপনাদের। পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে দায় এড়ালে চলবে না। প্রতিটি এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে। ২৪ ঘণ্টা মনিটরিং রাখা দরকার।" রাজ্য স্পষ্ট করেছে, যেখানে খুশি, যেমন খুশি এটিএম করে দিলেই চলবে না। গ্রাহক-স্বার্থ ভাবতে হবে। টাকা খোয়া গেলে তিনদিনের মধ্যে যেন পুলিশকে জানানো হয়। মন্ত্রীর বক্তব্য, "সিসিটিভি ফুটেজ তো সময়ে দেখাই হয়নি। পুলিশ বরং অনেক সক্রিয় হয়ে কাজ করেছে। এটা কেন হবে? এবার থেকে এটিএম মনিটরিং করবে স্থানীয় থানা। ব্যাঙ্কগুলো নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা মানছে না। এবার থেকে যদি নির্দেশিকা না মানা হয় তো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নানা ভাবে গ্রাহকরা প্রতারিত হচ্ছেন। আর কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসে আছেন, এটা চলতে পারে না।"

বিজেপির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কালাদিবস

অসমের ঘটনার প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে কালাদিবস কর্মসূচিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

অসম কাণ্ডের প্রতিবাদে সংসদে গান্ধীমূর্তির সামনে সরব তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা।

হিয়া রায়

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করলেন বাংলার মানুষ। একবাক্যে বাংলার আপামর মানুষ জানিয়ে দিলেন, তাঁরা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছেন। তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে আছেন। 'দানবিক সরকার আর নেই দরকার'— এই স্লোগানকে সামনে রেখে অসমের ঘটনার প্রতিবাদে টানা দু'দিন রাজ্যজুড়ে কালা দিবস পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। কালো ব্যাজ পরে, হাতে কালো পতাকা নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, কর্মী-সমর্থকরা। কেন্দ্রের সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন।

অসমে নাগরিকপঞ্জি থেকে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া এবং পরবর্তীতে শিলচরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে হেনস্তার ঘটনায় গর্জে ওঠেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। তাঁর নির্দেশমতো দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, শনি ও রবিবার রাজ্যজুড়ে কালা দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেইমতো দু'দিন দিনভর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কালা দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। কোথাও প্রতিবাদ সভা, কোথাও প্রতিবাদ মিছিল হয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল বিরাট মাত্রায়। শহর কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডেই দিনের বিভিন্ন সময় কালা দিবস নিয়ে বিক্ষোভ, সভা, মিছিল করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিলচর যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের উপর অগণতান্ত্রিকভাবে বিমানবন্দরে হামলা করেছে অসম পুলিশ। নেপথ্যে মদত ছিল কেন্দ্রের। তাই এই হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে কালো ব্যাজ পরে ও বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কালাদিবস পালন করা হয়।" গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিল করেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শিলচরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন তিনি। বলেছেন, "অগণতান্ত্রিক কাজ করেছে বিজেপির সরকার। সঠিক সময়ে এর জবাব দেবেন দেশের মানুষ।" শিলচরে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সদস্য সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, "শিলচর বিমানবন্দরে ১৪৪ ধারা জারি নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি দেখানো হয়, তাতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা কি ক্ষেপণাস্ত্র না মারণাস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম! পুলিশকে ব্যাগ চেক করতেও বলি। কিন্তু তা না করে উল্টে মহিলা সাংসদদের মারধর করেছে অসম পুলিশ।" প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অসমের গরিব ও বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকার যে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস তা জারি থাকবে। আবার আমরা অসম যাব। বিমানবন্দরে আটকে রেখে প্রতিবাদ দমানো যায় না। বিজেপি অসমে নাগরিকত্ব তালিকা থেকে অবিজেপি মানুষদের বাদ দিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। ভয় দেখিয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত প্রকৃত ভারতীয়দের দমিয়ে রাখার রাজনীতি করছে গেরুয়া পার্টি। নেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে।"

কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই কালা দিবস পালন করে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন জেলায় কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার সভা পালন করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলাতেও কালা দিবস পালন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকরা। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির প্রতিটি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল, প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব জানান, দলের মহিলা সাংসদ ও বিধায়ককে মারধর করা হয়েছে। বিজেপির স্বৈরাচারে গণতন্ত্রে জঘন্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকল।

জননেত্রীর বার্তা শুনতে ২৮শে কলকাতায় ছাত্র জোয়ার

শঙ্খ রায়

ছাত্র-যুবর উপর ভরসা করার কথা সব সময় বলেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা কর্মসূচি তাদের কাঁধেই তুলে দেন। দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিও তাদের সামনে রেখেই করবে মূল সংগঠন। প্রধান দায়িত্বে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৮ আগস্ট মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবারের মতো এবারও হচ্ছে বিরাট সমাবেশ। সেই সমাবেশের প্রধান বক্তা মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বড় লড়াই। যে লড়াইয়ে ছাত্র-যুবককে অগ্রণী ভূমিকা নিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী।

তৃণমূল কংগ্রেসের সেই কর্মসূচির আগেই হয়ে গেল প্রস্তুতি বৈঠক। যে বৈঠকে এবারের কর্মসূচির জন্য একটি কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। যে কমিটিতে চেয়ারম্যান করা হয়েছে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও কো-চেয়ারম্যান করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিভিন্ন জেলার তৃণমূলের ছাত্রনেতারাও হাজির ছিলেন। যাঁরা যে পদে রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান সফল করতে জেলায় জেলায় প্রচার কর্মসূচির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি মাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

অসমে উদ্ভূত পরিস্থিতির জেরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তার প্রতিবাদে চলছে লাগাতার আন্দোলন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংসদে প্রতিবাদ হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যজুড়েও কালাদিবস পালন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের আগে সেই নিয়ে ছাত্র-যুবদের চূড়ান্ত বার্তা দেবেন নেত্রী। এই অবস্থায় রাজ্যে প্রথম প্রকাশ্যে দলীয় সমাবেশে যোগ দেবেন জননেত্রী। তাঁর বার্তার দিকেই তাই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। ছাত্র-যুবও জানিয়ে দিয়েছে তাঁর নেতৃত্বেই চলবে। দেশ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী চায়। ছাত্র-যুবই নেবে সেই দায়িত্ব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আচ্ছে দিনের মিথ্যা স্বপ্ন

অসমের মানুষ বুঝছে কেমন 'আচ্ছে দিন' এসেছে! চার বছর আগে যে সরকার 'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন দেখিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিল, তারাই এখন ভিটে-মাটি কেড়ে নিচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে দেশের মাটি। আগেই কেন্দ্রের ভ্রান্ত অর্থনীতির কারণে দুর্মূল্যের বাজারে মানুষের গ্রাসের অন্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি ছাড়াই জিএসটি চালু করার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বাকি ছিল, বসতটুকু কেড়ে নেওয়ার। এবার সেই কাজও শুরু করে দিল কেন্দ্র সরকার। এই 'আচ্ছে দিন'-এর জন্যই কি মানুষ তাদের ক্ষমতায় এনেছিল? অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। সেই খসড়া থেকে বাদ পড়েছেন ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ। অর্থাৎ, বলা হচ্ছে অসমের মতো এই ছোট্ট রাজ্যটিতে এই বিপুল সংখ্যক জনতা নাকি ভারতবাসীই নন। তাঁরা দেশের বাইরে থেকে এসে এখানে রয়ে গিয়েছেন। আবার, খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন সেনা জওয়ানের নামই নেই নাগরিকপঞ্জিতে। যাঁরা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে অসমে বসবাস করছেন তাঁদেরও ভারতবাসী পরিচয়কে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আশ্চর্যজনকভাবে তালিকা থেকে যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের এবং বাংলাভাষী। এই মানুষগুলিকে তালিকা থেকে বাদ রেখে কেন্দ্র কোন মনোভাব প্রকাশ করতে চাইছে তা স্পষ্ট। এমনও দেখা যাচ্ছে, জীবিকার জন্য বাংলা বা অন্য রাজ্য থেকে অসমে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাসকারীদেরও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা কেন্দ্রের শাসক দলের প্রাদেশিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ। ভারতীয় যুক্তরাজ্যে এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়ে জীবিকা গ্রহণ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতেই পারেন। তাতে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। কিন্তু নাগরিকপঞ্জির নামে তাঁদের উচ্ছেদের সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বহু মানুষ তাই নিজভূমেই পরবাসী হয়ে গিয়েছেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের সব জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বরাবরই সরব হন। এবারও হয়েছেন। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি থেকে ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ পড়েছে জানতে পেরেই রুখে দাঁড়িয়েছেন জননেত্রী। এই ইস্যুতেও তিনি বাঙালিদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অসমের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দলের সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়করা গিয়েছিলেন। যাতে আসল পরিস্থিতি, সেখানকার মানুষের ক্ষোভ সারা দেশের কাছে প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাই তাঁদের শিলচর বিমানবন্দরেই আটকে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের বাইরে তাঁদের বেরতে দেওয়া হয়নি। দীর্ঘসময় বিমানবন্দরে আটক রাখা হয়, পরে গ্রেফতার করা হয়। বিমানবন্দর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের ওই প্রতিনিধিদলটিকে জোর করে বিমানে তুলে কলকাতায় ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু এভাবে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না। তিনি আবার অসমে প্রতিনিধিদল পাঠাবেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাজানো রণকৌশলে দলের সাংসদরা সংসদে নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে সরব হয়েছেন। সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতি দাবি করা হয়েছে। কেন্দ্রের শাসক দলটি দেশের সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আইনসভায় এই দল আসন সংখ্যার অহংকারে বিরোধীদের দমিয়ে রেখে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার আস্ফালন করার কোনও নৈতিক অধিকার তাদের থাকতে পারে না। কারণ, যে জনতার ভোটে তাঁরা সংসদে ক্ষমতায় এসেছেন—সেই জনতাই আর তাঁদের পাশে নেই। সাম্প্রতিক রাজ্য বিধানসভার ভোটগুলিতে যে জনাদেশ সামনে এসেছে, সেখানেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে 'আচ্ছে দিন'-এর মিথ্যা স্বপ্ন দেখানো বিজেপি অল্পদিনেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁদের প্রতি দেশের মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাপূরণে যে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এরপরেও ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে দেশে বিভেদ সৃষ্টির পর, ভাষার ভিত্তিতে দেশে ভেদাভেদের চক্রান্তে নেমেছে কেন্দ্রের শাসক দল। যা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওদিনই হতে দেবেন না।

দেশ হারাচ্ছে গণতন্ত্র

তীর্থ রায়

যতদিন যাচ্ছে, তত নাগরিকপঞ্জি নিয়ে অনেক তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। দেখা যাচ্ছে, যারা সত্যিই অনুপ্রবেশকারী, যারা সত্যিই বিদেশি, তাদের অনেকের নাম নাগরিকপঞ্জিতে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু যারা দেশের প্রকৃত নাগরিক, অসমের ভূমিপুত্র তারা বাদ পড়ে গিয়েছে। বাদ পড়াদের তালিকায় অসমের প্রথম যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবার পর্যন্ত রয়েছে। সিপাই বিদ্রোহের সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়া গাঁওবুড়ার পরিবারের নাম তালিকায় নেই। ব্রিটিশরা এই গাঁওবুড়াকে কালাপানিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই গাঁওবুড়ার পরিবারও নাগরিকপঞ্জিতে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। নাগরিকপঞ্জি একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে যে দেশে আজ গণতান্ত্রিক অধিকার বলে বস্তুটি লুপ্ত। দেশের নাগরিক হয়ে ভূমিপুত্র হয়ে যদি রাতারাতি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়, তাহলে সেই দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কিছু থাকে না।

গত চার বছর ধরে আমরা দেখে আসছি, দেশের কোনও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কিছু নেই। রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তি জীবনে যেভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে, তা স্বাধীনতার পর দেশে কখনও দেখা যায়নি। আমাদের গণতন্ত্রই আমাদের চিরকালের গর্বের বিষয়। গত চার বছর ধরে নানাভাবে সেই গণতন্ত্রকে আমরা পদদলিত হতে দেখছি। চার বছর আগে যে নরেন্দ্র মোদির সরকার দেশে ক্ষমতায় এসেছে, তারা এমন একটি রাষ্ট্র বানাতে চায় যেখানে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বলে কোনও বিষয় থাকবে না। মানুষ কী খাবে, কী পরবে, কীভাবে জীবনযাপন করবে তা সব বলে দিতে চায় সরকার—তথা রাষ্ট্র। এইরকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আমাদের দেশের সংস্কৃতিও নয়, ঐতিহ্যও নয়।

আমরা হিটলারের সময় দেখেছিলাম কীভাবে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নিকেশ করা হয়েছে। আজকে অসমে নাগরিকপঞ্জিতে নাম না থাকা যে নাগরিকদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাদের অবস্থাও হিটলারের জার্মানির ইহুদিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অসমে ধর্মের ভিত্তিতে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে বেছে নিয়ে তাদের নাম নাগরিকপঞ্জিতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ সম্প্রদায়কে নিশানাই করা হয়েছে সমাজে ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণকে উৎসাহিত করার জন্য।

কেউ কেউ বলছেন বিজেপি এনআরসি তথা নাগরিকপঞ্জিকে রামমন্দিরের মতো হাতিয়ার বানাতে চাইছে। নয়ের দশকের গোড়ায় অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের নাম করে বিজেপি দেশজুড়ে মেরুকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। গোটা দেশে রামের নামে এক অদ্ভুত উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে বিজেপির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রসার লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। রামমন্দিরের মতো নাগরিকপঞ্জিকে দেশজুড়ে একটি ইসু বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদিরা। গত চার বছর ধরে চরম ব্যর্থ এই সরকার। ক্ষমতায় আসার আগে এরা যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনওটাই রক্ষা করতে পারেনি। দেশের জনগণের সঙ্গে তারা সবচেয়ে বড় প্রহসন করেছিল 'অচ্ছে দিন' আনার কথা বলে। মোদি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন বিদেশ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি কালো টাকা উদ্ধার করবেন। কিন্তু দেখা গেল এই সরকারের আমলেই দুর্নীতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ এক সু-উচ্চ পাহাড় নির্মাণ করেছে। সুইস ব্যাঙ্কে ভারতের কালো টাকার কারবারিদের জমানো অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। একদিকে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ হচ্ছে, তখন অন্যদিকে এই মোদি সরকারই নীরব মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মালিয়াদের টাকার সুটকেস নিয়ে দেশ থেকে পালানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। মেহুল চোক্সি দেখা যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অ্যান্টিগুয়ার নাগরিক হয়ে বসে আছে। জানুয়ারি মাসে তার বিরুদ্ধে সিবিআই মামলা করে। কিন্তু তার বেশ অনেক আগেই গত বছরের নভেম্বরে মেহুল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করে বসে আছেন। সেই আবেদনের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রও তিনি সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ বোঝাই যায় সবটাই গটআপ। এভাবেই মেহুল চোক্সিদের দেশ থেকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। মেহুলরা দিনের পর দিন ব্যাঙ্কের টাকা ফেরত দেয়নি। অথচ পরিকল্পনা ছকেছে কীভাবে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এসব ঘটনায় অনুতপ্ত নন। বরং তিনি তাঁর ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে সগর্ব ঘোষণা করেছেন, শিল্পপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে তিনি সঠিক কাজ করেছেন। শিল্পপতিরা দেশের জন্য যে কাজ করছে, তাতে তিনি গর্বিত। নিজের হয়ে সাফাই দিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লার সম্পর্কও টেনেছেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের মানুষের জীবনে এই দুর্দশা নামিয়ে এনে এখন ভোটের আগে জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে এনআরসিকে হাতিয়ার করছে মোদি সরকার। এনআরসির মধ্য দিয়ে এক ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে আর ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা জিগির তোলার চেষ্টা করছে। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই জিগিরকে হাতিয়ার করে ভোট বৈতরণি পার হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন নরেন্দ্র মোদি। দেশ এইভাবে কোনদিকে এগবে আমরা জানি না। এই ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে দেশের ১৩০ কোটি মানুষ।

অসমের নাগরিকপঞ্জির প্রতিক্রিয়া শুধু অসমেই সীমাবদ্ধ নেই। বিজেপি হুমকি দিচ্ছে এবার রাজ্যে রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি তৈরি করা হবে। অর্থাৎ তারা দেশের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে এইভাবে হুমকি দিতে চাইছে। বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই চক্রান্ত সফল হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ধরনের কোনও নাগরিকপঞ্জিকে মেনে নেবে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এইভাবে এনআরসিকে কাজে লাগিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। এনআরসির হুমকি তারা যতই দিক, এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তি অনেক দৃঢ়। দেশভাগের যন্ত্রণা এই রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করেছে। দেশভাগ আমাদের জীবনে একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ রাজ্যবাসী তাদের জীবনে আর নামতে দেবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঐক্য শক্ত ভূমির উপর দাঁড়িয়ে। মোদিরা সবসময়ে ভুলে যান যে বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। এখানে দুর্বৃত্তরা কোনওভাবেই সফল হবে না।

তবে এটা ঘটনা যে গত চার বছর ধরে মোদি সরকার যে কর্মসূচি নিয়ে চলেছে তাতে দেশের মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। মানুষের কাছে এখন পরিত্রাণ পাওয়ার পথ একটাই তা হল এই সরকারকে বিদায় জানানো। এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন মানুষের পরিত্রাণ নেই। তারা একের পর এক বিপদ মানুষের ঘাড়ে নামিয়ে আনবে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে এই সরকারকে পুরোপুরি বিদায় জানালেই একমাত্র মানুষের মুক্তি সম্ভব। মোদি সরকারকে চিরতরে বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আমাদের রাজ্য।

বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ গোটা দেশের মানুষ জোট বাঁধছে। বিরোধী দলগুলো এক ছাতার তলায় আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব সবাই স্বীকার করে নিচ্ছেন। বাংলার জননেত্রী আজ দেশের নেত্রী। আজ গোটা দেশের মানুষ চাইছেন বাংলার জননেত্রী দেশকে নেতৃত্ব দিন। এনআরসির মতো বিপদের থেকে তখনই একমাত্র রক্ষা পাওয়া সম্ভব, যখন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বাংলার জননেত্রীকে আমরা দেখতে পাব। এনআরসির বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষের লড়াই জয়যুক্ত হবে সেদিনই, বাংলার জননেত্রীকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে আমরা দেখতে পাব যেদিন।

বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ গোটা দেশের মানুষ জোট বাঁধছে। বিরোধী দলগুলো এক ছাতার তলায় আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব সবাই স্বীকার করে নিচ্ছেন। বাংলার জননেত্রী আজ দেশের নেত্রী। আজ গোটা দেশের মানুষ চাইছেন বাংলার জননেত্রী দেশকে নেতৃত্ব দিন। এনআরসির মতো বিপদের থেকে একমাত্র তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব, যখন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বাংলার জননেত্রীকে আমরা দেখতে পাব। এনআরসির বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষের লড়াই জয়যুক্ত হবে সেদিনই, বাংলার জননেত্রীকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে আমরা দেখতে পাব।

শ্র ◆ দ্ধা ◆ ঞ্জ ◆ লি

রাজ চক্রবর্তী

স্বাধীনতার বলি

আমাদের এই প্রিয় দেশটার স্বাধীনতার বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের সেই ইতিহাস আমাদের আজও গর্বিত করে। কয়েক সহস্র দেশপ্রেমী বিপ্লবীর আত্মবলিদানের মূল্যে এদেশে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল ভারতভূমি। খণ্ডিত শরীরেও অখণ্ডতার অঙ্গীকার নিয়ে জন্ম নিয়েছিল নতুন ভারত। স্বাধীনতার সেই যুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা আজও প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরা সকলেই ভারতবাসীর কাছে চিরনমস্য। ১৯৪৭ সাল ফিরে না এলেও ১৫ আগস্ট দিনটা প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে। এবছরও স্বাধীনতা দিবস পালনের শুভক্ষণে, আসুন, আমরা দেশের সেই বরেণ্য সন্তানদের স্মরণ করি।

যে অগণিত ভারতসন্তান দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনকে আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁরা ব্রিটিশ-বিতাড়নের সেই ব্রতে একযোগে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিনের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বিখ্যাত 'অলিন্দ যুদ্ধে' দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ পুলিশের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এই তিন বাঙালি তরুণ—বিনয়-বাদল-দীনেশ। তাঁদের রক্তে লালিত হত স্বদেশমন্ত্র। ১৯৩০ সালে, আজ থেকে ৮৮ বছর আগে ৮ ডিসেম্বর তারিখে যেদিন ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই তিন বীর বাঙালি, তখন তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২২, ১৮ এবং ১৯ বছর মাত্র। কবির সেই 'সবুজের অভিযান' যেন সেদিন আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল।

বিনয়কৃষ্ণ বসু

১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এখনকার বাংলাদেশের মুন্সিরগঞ্জ জেলার রোহিতভোগ গ্রামে এই দুর্জয় সাহসী বিপ্লবীর জন্ম। তাঁর বাবা রেবতীমোহন ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। বিনয় নিজেও ভর্তি হয়েছিলেন মেডিক্যাল স্কুলে। সেই সময় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের প্রেরণায় দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিলেন। ঢাকায় তিনি নিজের একটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। সেই সময় জেলে ভারতীয় রাজবন্দিদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ যে নিপীড়ন চালাত, মূলত তারই প্রতিবাদে একটি সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন বিনয়। ১৯৩০ সালের ৩০ আগস্ট ব্রিটিশ পুলিশের আইজি লোম্যান সাহেবকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশ্যে মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান তাঁর এক সহকর্মীকে দেখতে এলে সেখানেই তাঁকে সামনে থেকে গুলিবিদ্ধ করেন বিনয়। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি বিনয়কে। কয়েকমাস বাদে রাইটার্স অভিযানে বাদল ও দীনেশের সঙ্গে যান এবং কর্নেল সিম্পসন, প্রেন্টিস, নেলসন প্রমুখ পুলিশ অফিসারদের গুলিবিদ্ধ করেন। সিম্পসন সেখানেই মারা যান। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশকে শাস্তিদানের সুযোগ দেওয়া তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। ফলে প্রবল গুলিযুদ্ধের পর ধরা পড়ার আগে বিনয় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। নিজেকে গুলিবিদ্ধও করেন। হাসপাতালে ১৯৩০ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিনয়ের মৃত্যু হয়।

বাদল গুপ্ত

ত্রয়ী বিপ্লবীর অন্যতম ও সর্বকনিষ্ঠ বাদল গুপ্ত ১৯১২ সালে জন্মেছিলেন ঢাকার বিক্রমপুরের পূর্ব সিমুলিয়া গ্রামে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী পরিবারের সন্তান বাদল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর দুই কাকা ও এক শিক্ষকের কাছ থেক। ব্রিটিশ পুলিশের কারাবিভাগের আইজি অত্যাচারী কর্নেল সিম্পসনকে শাস্তি দিতে এবং ব্রিটিশ শাসকের হাড়ে কাঁপুনি ধরাতে এই অকুতোভয় তরুণ বিনয় ও দীনেশের সঙ্গে একযোগে রাইটার্সে অভিযানে যান। স্মার্ট ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত তিন তরুণ রাইটার্সে ঢুকে যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে কার্যসিদ্ধি করেন। লালবাজার থেকে চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বিপ্লবীরা অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু ধরা পড়বেন না। তাই পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন বাদল।

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত

বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ৬ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে জন্মেছিলেন বাংলাদেশের মুন্সিরগঞ্জ জেলায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অনুগামী এই বীর শহিদ ঢাকা কলেজে পড়তে পড়তেই বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত হন। তাঁর প্রশিক্ষিত যুবকদের দিয়ে তিনি তিন কুখ্যাত ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করান। পরে বিনয়-বাদলের সঙ্গে একযোগে রাইটার্স অভিযানে যোগ দেন। ব্রিটিশ সচিবালয়ের ভিতরে তাঁদের সংক্ষিপ্ত গুলিযুদ্ধের ঘটনা ব্রিটিশের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। অবশেষে আত্মহত্যার চেষ্টা করেও পুলিশের হাতে ধরা পড়েন দীনেশ এবং তাঁকে ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই আলিপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর ফাঁসির আদেশদানকারী বিচারক গার্লিককে কিছুদিন পরেই খুন করেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য। ফাঁসির আগে জেল থেকে দীনেশ বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বোনকে। নির্ভীক বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মত্যাগের স্মরণে কলকাতায় বিবাদী বাগ অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে।

বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির জায়গা নেই : মমতা

একের পাতার পর

পরিবর্তনের পর গত সাত বছরে ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলে কোনও অশান্তি হতে দেয়নি বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে ঝাড়গ্রামে বিরোধীরা কিছু আসন পাওয়ার পরেই জঙ্গলমহলে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়া নিয়েও জনসভায় মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "পরিবর্তনের পর গত সাত বছরে জঙ্গলমহলের বাগমুণ্ডিতে মাওবাদী নামের কোনও বাঘের দেখা মেলেনি। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে বেলপাহাড়ির কিছু আসনে বিরোধীরা জিততেই ঝাড়খণ্ড থেকে মাওবাদীদের তারাই নিয়ে আসছে। এলাকায় অপপ্রচার ও অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র নতুন করে তৈরি হচ্ছে। জঙ্গলমহলে যাতে রক্ত ঝরে, তার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে গরিব মানুষ যাতে বিপদে পড়ে, সাধারণ মানুষ যাতে চাকরি না পায়।"

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে দলিত ও আদিবাসীদের উপর প্রতিদিনই অত্যাচার হচ্ছে তার উল্লেখ করেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। গেরুয়া রাজনীতিকদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, এনকাউন্টারের নামে নিরীহ মানুষকে খুন করে দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই প্রথম জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে পা রেখে খোলাখুলি বিজেপিকে আক্রমণ করলেন মা-মাটি-মানুষ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থে, দু' টাকা কামাই করতে গিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। আদিবাসী ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদের রাজনীতি করছে বিজেপি। পুরুলিয়ায় গিয়ে আদিবাসীদের স্থানীয় মাহাতোদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। আবার বাঁকুড়ায় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মাহাতোদের খেপিয়ে তুলছে। ঝাড়গ্রামে এসে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছে কেন্দ্রের শাসকদল। অন্য রাজ্যে ধর্মের নামে খুনোখুনি হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় তা হয়নি, প্রাণ থাকতে হতে দেব না।" ৯ আগস্ট ঐতিহাসিক দিনে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিরসা মুণ্ডা, রঘুনাথ মুর্মু, ভগত সিং, আম্বেদকরের কথা স্মরণ করি। শ্রদ্ধা জানাই হাজার হাজার শহিদকে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

সাত বছরে মা-মাটি-মানুষ সরকারের আমলে জঙ্গলমহল তথা বাংলায় কী কী প্রকল্প চালু হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে জননেত্রীর আবেগদীপ্ত ভাষণে। বলেন, "কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। আর্টসে হাজার টাকা, সায়েন্স পড়লে আড়াই হাজার টাকা পাবে। রূপশ্রীতে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্য। এটা আদিবাসী থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া, উচ্চবর্ণ সবাইকেই রূপশ্রীতে টাকা দেওয়া হচ্ছে। কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট কর্মসূচিতে হাজার আদিবাসীর সঙ্গে আমি মিটিং করেছি। তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশকে বলব, দেখবেন কমিউনিটি ডেভলপমেন্টের সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবা যেন এরা পায়। পুলিশকে বলব, ঘরে ঘরে যান। আদিবাসী, মাহাতো থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু, সমস্ত গরিবের বাড়িতে গিয়ে দেখুন, সবাই দু' টাকা কিলো চাল পাচ্ছে কি না। যদি না পায় তাহলে যাদের জন্য পাচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কোনওরকম সমস্যা হলে আমাদের জানান। আমরা ব্যবস্থা নেব।" ঝাড়গ্রামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য সভামঞ্চ থেকেই বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। সভায় ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, তথ্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ। ছিলেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ-বিধায়করাও।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে জনসভাতেও জনজোয়ার উপচে পড়েছিল। তবু সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "সভা শেষ হয়ে গেলেও বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত যাবেন না। আস্তে আস্তে সবাই বাড়ি ফিরে যাবেন। কোনও দুর্ঘটনা যাতে না হয় তা সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।" স্টেডিয়ামে সভা করা হয়েছিল আদিবাসী মা ও ভাইবোনেদের কথা মাথায় রেখে। 'জয় জোহর' ধ্বনি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের পাশে যে মা-মাটি-মানুষের সরকার রয়েছে তা আরও একবার জানিয়ে দেন জননেত্রী। সাতবছরে তৃণমূল সরকার আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির জন্য কী কী প্রকল্প ও পরিষেবা চালু করেছে, তা ঝাড়গ্রামের সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "মা-মাটি-মানুষের সরকার বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর আদিবাসী দফতর চালু করা হয়েছে। আমি নিজে আদিবাসী দফতর দেখি। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন আমি নিজে হাতে করে থাকি।" এই মঞ্চ থেকে আদিবাসী সমাজের বিশিষ্টদের সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই নাম না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করে মমতা বলেন, "দিল্লিতে একটা সরকার এসেছে যারা মাত্র হাজার টাকা দিয়ে বলছে, ভোটটা আমায় দাও। ওরা তো মাত্র একদিন টাকা দিয়ে ভোট নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু সারাবছর আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে থাকে মা-মাটি-মানুষের সরকার। চেষ্টা হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে ভোটের রাজনীতি করার।" এরপর একে একে মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের জন্য তৃণমূল সরকারের কর্মসূচির উল্লেখ করেন জননেত্রী। বলেন, "দু' টাকা কিলো চাল বিলি করছে কে, মা-মাটি-মানুষের সরকার। আদিবাসী ভাইবোনেরা আমাদের গর্ব। নির্বাচনের সময় এসে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বিনাপয়সায় চিকিৎসা দেয় কে, মা-মাটি-মানুষের সরকার। বিধবা ভাতা কে দেয়, মা-মাটি-মানুষের সরকার। কৃষকদের খাজনা মকুব কে করেছে, মা-মাটি-মানুষের সরকার। কৃষকদের মিউটেশন বিনা খরচে করে দিয়েছে এই সরকার। বন্যা হলে পাশে দাঁড়ায়, মা-মাটি-মানুষের সরকার। কন্যাশ্রী ও সবুজশ্রী গাছ দেয় কে, মা-মাটি-মানুষের সরকার। ঝাড়গ্রামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন হাসপাতাল, নতুন স্টেডিয়াম, নতুন জেলা করেছে কে, মা-মাটি-মানুষের সরকার।" আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ না নিতে পারে তা নিয়ে আমরা আইন করে দিয়েছি। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একচুল অনিয়ম কাউকে করতে দেব না। আদিবাসী-শিখ-খ্রিস্টান-মুসলমান কোনও ধর্ম ও সম্প্রদায় ভাগাভাগি করতে দেব না। এই ভাগাভাগির রাজনীতি দিল্লির শাসক বিজেপি পার্টি করে। আমি চাই, আদিবাসী ভাইবোনেরা, সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা, পিছিয়ে পড়া গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা গোটা বিশ্ব জয় করুক।

পরিবর্তনের আগে যখন জঙ্গলমহলে ৯ আগস্ট তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন, তখন পিরাকাটার জঙ্গলে তাঁকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল বলেও এদিন সভায় তোপ দাগেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। তাঁর আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল নেত্রীকে ঘিরে মাওবাদী ও মার্কসবাদীরা আট বছর আগে কী ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন তারও উল্লেখ করেন। নেত্রীর বক্তব্যে শুভেন্দুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি উঠে আসে। একবছরে বাম আমলে তিনশোজন করে মানুষ মাওবাদীদের হাতে খুন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রদায়িক ও বিভেদের রাজনীতি করার জন্য গেরুয়া পার্টিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে জননেত্রী সভায় উপস্থিত হাজার হাজার আদিবাসীর উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, "খুন করলে কী হয়, রক্ত ঝরে। দাঙ্গা করলে কী হয়, রক্ত ঝরে। বিজেপি এই খুন ও দাঙ্গার রাজনীতি করতে চাইছে।"

ঝাড়গ্রামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সূচনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ভাল করে সুন্দর করে। জঙ্গলমহলকে, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির সবাইকে একসঙ্গে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে হবে। দুশোজন অলচিকি শিক্ষক নিয়োগ করা হল। আগামিদিনে অলচিকি সিলেবাসও সমস্ত স্কুল-কলেজে চালু হয়ে যাবে।" এরপরই দলের সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদ, বিধায়ক ও সাংসদদের মানুষের দরজায় দরজায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

ভারতবর্ষ কি লুটেরাদের দেশ

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার বাসিন্দা রণজিৎ কামাথ আজ এক প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে। কয়েকদিন আগে সে তার ফোনে মেল দেখে স্তম্ভিত কারণ সেই মেল-এ ব্যাঙ্ক থেকে জানানো হয়েছে যে তার রাখা অর্থ থেকে পাঁচ হাজার পঁচাত্তর টাকা ইএমআই হিসাবে কেটে নেওয়া হয়েছে। কারণ, রণজিৎ ৬৮ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে। স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় হয়ে সে ব্যাঙ্কে ছুটে যায় এবং জানতে পারে তারই কার্ড হ্যাকিং করে কে বা কারা টাকা তুলে নিয়েছে। এইরকম ঘটনা পরের ঘটে চলেছে রাজ্যের নানা ব্যাঙ্কে। পুলিশ ব্যাপক তৎপরতার সঙ্গে এই ভয়ংকর কেলেঙ্কারির পিছনে কারা রয়েছে তা বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও সেই গভীর সমস্যার সমাধান হয়নি। একটি সংবাদ পড়ে আরও আশ্চর্য হলাম যখন দেশের অর্থমন্ত্রী বলেন যে, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে হ্যাকিং করে টাকা নেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থমন্ত্রী যদি এই কথা বলেন, তাহলে দেশের নাগরিকরা কতখানি অসহায় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কীভাবে জালিয়াতি হচ্ছে সেটা জানা প্রয়োজন, গ্রাহকরা যখন টাকা তুলছেন অর্থাৎ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড এটিএমে গিয়ে ব্যবহার করছেন জালিয়াতরা সেখানেই স্কিমার লাগিয়ে রাখছে। কার্ডের সব তথ্য স্কিমারে চলে যাচ্ছে। এবার পিন নম্বর টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও স্কিমারে চলে যাচ্ছে কারণ কি-প্যাডেও স্কিমার লাগানো থাকছে। প্রশ্ন হল, হ্যাকাররা এই সুযোগ পাচ্ছে কীভাবে? অর্থাৎ, যখন তারা স্কিমার লাগাচ্ছে তখন সেখানে কোনও প্রহরী নেই। ফলে হ্যাকাররা সহজেই তাদের কাজ করতে পারছে। একটা সময় সব এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী থাকত। আর্থিক দুর্বলতার কথা বলে অধিকাংশ এটিএম বুথ থেকে নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, যা হ্যাকারদের জালিয়াতি করার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হচ্ছে দুই রোমানিয়ার নাগরিককে।

একটি তথ্য দিলে পাঠকদের সুবিধা হবে কীভাবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই এটিএম বুথ চালাচ্ছে। কানাড়া ব্যাঙ্কের ৭২টি এটিএম রয়েছে কলকাতায় যার মধ্যে ৬৫টি অরক্ষিত অর্থাৎ কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ১৮৪টি এটিএম এবং স্টেট ব্যাঙ্কের ৬৭৭ এটিএমে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই, ফলে হ্যাকারদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে কলকাতা শহর।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এবং রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতর থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে যে প্রত্যেক এটিএম বুথে নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে এবং অ্যান্টি-স্কিমিং মেশিন বসাতে হবে। অথচ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রায় ১৮০০ নিরাপত্তারক্ষী ছাঁটাই করেছে পরিবর্তে তারা সিসিটিভি লাগিয়েছে যা সহজেই হ্যাকাররা অকেজো করে দিচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হ্যাকাররা এই জালিয়াতি চালাচ্ছে এবং ম্যালওয়ার নামে ভাইরাস ঢোকাচ্ছে ফলে আগামিদিনে এটিএম ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে যদি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হ্যাকারদের কৌশল জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলগুলি অকেজো করার ব্যবস্থা না করেন। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মত হল রক্ষীহীন এটিএমে ঢুকে জালিয়াতরা ক্লোনিং মেশিন লাগিয়ে রাখতে পারে। গ্রাহক মেশিনে কার্ড ঢোকালেই ক্লোন হচ্ছে যাবে তার কার্ড। কার্ড ক্লোন হয়ে গেলেই হ্যাকাররা দেশে ও বিদেশে বসেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয় ২০১৩ সালে। পুলিশি তৎপরতায় ধরাও পড়ে একজন নাইজেরিয়ার অধিবাসী এবং আরও দু'জন। যে পদ্ধতিতে নাইজেরীয় হ্যাকার জালিয়াতি করেছিল এবারেও একই পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি চলছে। ২০১০ সালেও দু'বার কার্ড স্কিমিং চক্র ধরা পড়েছিল এবং ঘটনাচক্রে সেই চক্রের নেতা ছিল একজন নাইজেরিয়ান ও দু'জন ভারতীয়। একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে রাজ্য পুলিশ বিগত তিনটি ক্ষেত্রেই অপরাধীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রশ্ন হল, একই পদ্ধতিতে যখন হ্যাকাররা টাকা তুলে নিচ্ছে তখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কীভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কেন স্কিমিং ক্লোনিং-সহ যে সকল পদ্ধতিতে জালিয়াতি চলছে তা রুখে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। কোটি কোটি মানুষ ব্যাঙ্কে তাদের অর্থ সুরক্ষিত মনে করতেই টাকা রাখে কিন্তু সেই টাকা যদি জালিয়াতরা তুলে নিয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষ কার উপর আস্থা রাখবেন। মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথায় হতাশার কথাই আমরা শুনেছি। কারণ, তাঁর টাকাও হ্যাকাররা তুলে নিয়েছিল, যদিও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তিনি সেই টাকা ফেরত পেয়েছেন। এটা সমস্যা সমাধানের রাস্তা নয়। হয়তো ব্যাঙ্ক, যাদের টাকা জালিয়াতি হয়েছে তাদের টাকা ফেরত দেবে কিন্তু সেটা সমস্যা সমাধানের রাস্তা নয়। মানুষ ক্রেডিট কার্ড করে তার সুবিধার জন্য কিন্তু সেই সুবিধা নিতে গিয়ে যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তাহলে দেশ তাকে কীভাবে নিরাপত্তা দেবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

সম্প্রতি দু'জন রোমানীয় গ্রেফতার হয়েছে দিল্লিতে, যারা এই হ্যাকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ভাবতে অবাক লাগে এই দু'জন কাঠের কাজ ও মোটর মেকানিক ছিল এবং এরাই ভারতে এসে হ্যাকিং শুরু করে। একটা ধন্দ থেকেই যায় তা হল, এরা কাদের হয়ে কাজ করছে। কারণ, বিদেশ থেকে এসে সব তথ্য জানা ও স্কিমিং ও ক্লোন করা সহজ কাজ নয়।

এইসব ঘটনা দেখে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে প্লাস্টিক অর্থনীতি ভারতের মতো দেশে অচল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, অর্থমন্ত্রক কী করছে? তাদেরই তো মূল দায়িত্ব, কারণ, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তাদের হাতে। তিনি দাবি করছেন, এই বিষয়ে উচ্চপর্যায়ে তদন্ত হোক। কারণ, এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ ও আর্থিক নিরাপত্তা। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যখন নোটবন্দি করেছিল তখনই বিজেপি সরকার প্লাস্টিক অর্থনীতির কথা বলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এদেশের মানুষের আর নিরাপত্তা নেই। তিনি নোটবন্দির সময় থেকেই বলে আসছেন যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা চাষা, খেতমজুর ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, তাদের কাছে প্লাস্টিক অর্থনীতির কোনও মূল্য নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সবার আগে বলেন অন্যেরা পরে বলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিল। আধার কার্ডের তথ্য গোপনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষে মানুষের ব্যক্তিগত গোপন তথ্য যদি হ্যাকার অথবা বিদেশিদের হাতে চলে যায় তাহলে দেশ কতটা নিরাপদ সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে, মহাকাশ বিজ্ঞান-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে খুব আঁটসাঁট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে বলেও মনে হয় না। আমাদের দেশের ১২৫ কোটি মানুষের জীবন দেশের সরকারের হাতে আর তারাই যদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়, তাহলে দেশের মানুষ কাদের উপর নির্ভরশীল হবে। দেশ পরিচালনায় কতকগুলি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গোপনীয়তা থাকে তারমধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বজ্ঞান ও ভূমিকায় দেশবাসী ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও বেশি তৎপর হতে হবে এবং সমাজের সবক্ষেত্রেই আরও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে না হলে প্রতিবেশী যে দেশগুলি শত্রুভাবাপন্ন তাদের কাছে দেশের সব গোপনীয় তথ্যই পাচার হয়ে যাবে। মাতৃভূমির প্রতি, দেশবাসীর প্রতি যে দায়বদ্ধতা সে সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাব চোখে পড়ছে যা আমাদের ভয়ংকর পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। ভারতে লুটেরারা সক্রিয় আর কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যখন নোটবন্দি করেছিল তখনই বিজেপি সরকার প্লাস্টিক অর্থনীতির কথা বলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এদেশের মানুষের আর নিরাপত্তার দরকার নেই। তিনি নোটবন্দির সময় থেকেই বলে আসছেন যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা চাষা, খেতমজুর ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক তাদের কাছে প্লাস্টিক অর্থনীতির কোনও মূল্য নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সবার আগে বলেন অন্যেরা পরে বলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিল। আধার কার্ডের তথ্য গোপনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের সাফল্য

সাত বছরে ভূমি সংস্কারে নজিরবিহীন সাফল্য

আদৃতা ভট্টাচার্য

সাত বছর আগের একটি ঘটনা। ২০০৫ থেকে ২০১১। বাম আমলের এই সময় রাজ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। পরের পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০১১ থেকে ২০১৭ পাট্টা বিলির পরিমাণ ৩.০৫ লক্ষ। এই একটি মাত্র পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর কীভাবে কাজ করছে, কাদের জন্য কাজ করছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, পাট্টা প্রাপকদের অধিকাংশ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তারা যুক্ত বনজ সম্পদ সংগ্রহের সঙ্গে। অর্থাৎ রাজ্যের আদিবাসীদের একটা বড় অংশ জমির পাট্টা পেয়েছেন মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে। যদিও বামফ্রন্ট সরকার নানাভাবে প্রচার করে এসেছিল, রাজ্যে বর্গা অপারেশন ও ভূমিহীনদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলি করার ক্ষেত্রে তারাই নাকি বরাবর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই রটনা যে স্রেফ চমক তা স্পষ্ট হয়েছে সরকারি পরিসংখ্যানেই। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের তথ্য বলছে ২০১০ থেকে ২০১১ সালে মাত্র এক বছরেই ৪.৬ লক্ষ মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পাট্টাপ্রাপকের সংখ্যা ২৫.৭ লক্ষ। আর এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে জননেত্রী তথা মা-মাটি-মানুষ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিরলস অনুপ্রেরণায়।

শুধু মাত্র পাট্টা বিলিই নয়, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও নজির গড়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। ২০১১ থেকে ২০১৭—এই ছয় বছরে রাজস্ব আদায় তিন গুণ হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ২০১০ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৭৭ কোটি টাকা। আবার ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৬২ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে এই রাজস্বের আদায়ের পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাইবাহুল্য।

রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২.২ লক্ষ মানুষকে টাকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাট্টা প্রাপকের পরিমাণ শুরু ৩ লক্ষ।

ভূমি সংস্কার দফতরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, সিঙ্গুর প্রকল্পে সুপ্রিম কোর্টের রায়। সিঙ্গুর প্রকল্পের মধ্যে থাকা ৯৮০ একর জমি ১২ হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছিল তাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই মনে করে দেশের বিশেষজ্ঞ মহল। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। জননেত্রীর উদ্যোগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই পরিবারগুলির হাতে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল, ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা। রাজ্যের শিল্প পুনর্গঠন এবং কর্মসংস্থান আরও বেশি করে তৈরি করার জন্য সরাসরি এখন জমি কিনতে পাচ্ছেন উদ্যোগপতিরা। এই জন্য ল্যান্ড ইউজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ল্যান্ড ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়েছে। 'টি ট্যুরিজম' পলিসি গঠন করা হয়েছে। চা বাগানের মধ্যেই যন্ত্রের ব্যবহার করে উন্নতমানের চা-গাছ বপন করার পাশাপাশি চা-বাগানের মধ্যে অন্যান্য গাছের বাগিচা তৈরি করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ওই দফতরের রাজস্ব বেড়ে হয়েছে ৭৬২ কোটি টাকা।

ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের তথ্য বলছে ২০১০ থেকে ২০১১ সালে মাত্র এক বছরেই ৪.৬ লক্ষ মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পাট্টাপ্রাপকের সংখ্যা ২৫.৭ লক্ষ। আর এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে জননেত্রী তথা মা-মাটি-মানুষ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিরলস অনুপ্রেরণায়।

চলতি অর্থবর্ষে রাজস্ব আরও খানিকটা বাড়বে এটাই স্বাভাবিক।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের কাজে আরও গতি আনতে ওভার দ্য কাউন্টার সার্ভিসেস বা সিটিজেন সেন্টারিক সার্ভিসেস পরিষেবা চালু রয়েছে। প্রতিটি জেলায় ই-ডিস্ট্রিক্ট গঠন হয়েছে ২০১৬-১৭ সালে। মিউটেশনের আবেদনের ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আবেদন সুরাহা করা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ইতিমধ্যেই ২৬ লাখ মিউটেশনের আবেদন সুরাহা করা হয়েছে। আর এই কাজ সম্ভব হয়েছে জননেত্রী তথা মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়।

স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য

গলার সমস্যা

ডাঃ শান্তনু সেন

ঋতুবৈচিত্রপূর্ণ বাংলার ষষ্ঠ ঋতুর অন্যতম হল শীতকাল। আর তারপরেই বসন্তকাল। বিভিন্ন রোগের মরশুম এই দুই ঋতুই। তাপমাত্রার পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলির অন্যতম গলার সমস্যা। এই দুই সময় বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের উপযুক্ত সময়। তাই এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। গলার সমস্যা অন্যতম।

প্রধানত, দু'ধরনের ইনফেকশন-ঘটিত কারণে গলার সমস্যা দেখা যায়। শতকরা ৪০ থেকে ৮০ ভাগ গলার সমস্যা মূলত ভাইরাল ইনফেকশনের কারণেই হয়ে থাকে।

এছাড়াও অসুস্থতা বা ওষুধের সাইড এফেক্ট স্মোকিং, অ্যালকোহল আসক্তি, অ্যালার্জি ইত্যাদি থেকেও হতে পারে। ভাইরাল ইনফেকশনগুলি হল :

অ্যাডিনো ভাইরাস :
এটি খুব পরিচিত একটি ইনফেকশন। এতে গলা লাল হয়ে খুব ফুলে না গেলেও ব্যথা অনুভূত হয়।

অর্থমাইক্রোভাইরিডে :
ইনফ্লুয়েঞ্জার মূল কারণ এই ভাইরাস। এতে সাধারণত, ঘনঘন জ্বর আসে, সঙ্গে মাথাব্যথা ও গা-হাত-পায়ে ব্যথা থাকে।

ইনফেকশন মোনো কিউলেসিস :
ওপস্টিন ব্রার ভাইরাসের কারণ এই সমস্যা হয়। এর জন্য লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে যায়। গলায় লাল চাকা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের রোগ হলে হেস্টোবোফিন টেস্ট করতে হয়।

হার্পস সিম্পলেক্স :
ভাইরাসের ফলে মুখের বিভিন্ন অংশে ঘা হতে পারে।

ঠান্ডা লাগা :
রাইনো ভাইরাস, করোনা ভাইরাস, রেসপিরেটরি, সিনসিনিয়াল ভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ইত্যাদি কারণে আমাদের গলা, ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে।

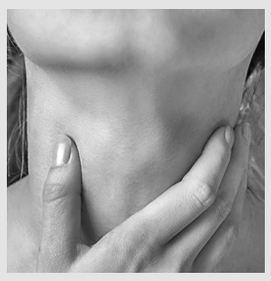

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন :
বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়াজনিত কারণে এই ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। এটি ছড়ায় স্যালইভাজনিত কারণে। যেমন— কফ, কাশি, থুতু ইত্যাদি থেকে। এই ধরনের ইনফেকশন একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষের গলায় যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ হয়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল স্ট্রেরটোকক্কাস।

স্ট্রেপটোকক্কাস ফ্যারিনজাইটিস :
বিটা হেমোলাইটিক ব্যাকটেরিয়ার ফলে হয়ে থাকে স্ট্রেপটোচক্কাস ফ্যারিনজাইটিস। ১৫-৩০ শতাংশ ফ্যারিনজাইটিস এই ব্যাকটেরিয়ার ফলে হয়ে থাকে। লিম্ফনোভস্ ফুলে যাওয়া, গলায় ঘা হওয়া এই ধরনের সংক্রমণের লক্ষণ। এই সংক্রমণ একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক গুরুত্বপূর্ণ।

ফিউমোব্যাকটিরিয়া নেক্রোফোরাস :
এটি একটি সাধারণঘটিত রোগ। যা ছোট থেকে বড় সকলেরই হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে ৪০০ জনের মধ্যে একজনের লেমিয়েরিস সিনড্রোম হতে পারে।

ডিপথিরিয়া :
এটি শ্বাসনালির যা করনি ব্যাকটিরিয়াম ডেপথেরি নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে হয়ে থাকে। এটি একটি মারাত্মক রোগ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শৈশবে ভ্যাকসিন দিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা হয়। এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে প্রচুর সময় লাগে।

ফাঙ্গাল ইনফেকশন :
এই প্রকার সংক্রমণের জন্য গলায় ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া, ঢোক গিলতে ব্যথা হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির ফলে গলায় সমস্যা হতে পারে। যেমন কোনও কারণে ইনফেকশন হলে, তা গলার পক্ষে ক্ষতিকারক।

রাস্তার ধুলোবালি, পরিবেশের দূষণ-এর জন্য গলার ক্ষতি হয়, কাশি হতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় যে কোনও রোগই নির্মূল করে ফেলা উচিত। দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে গলার অসুখ শরীরের যে কোনও অংশে প্রভাব ফেলতে পারে। নাক-কান, গলা, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গলার সমস্যা হলে ধীরে ধীরে নাক, কানেরও সমস্যা শুরু হয়। ঠান্ডা লাগলে গলাব্যথার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে জল পড়তে থাকে। সঙ্গে মাথাব্যথা। পরবর্তী পর্যায়ে কান থেকে জল ও কান পেকে গিয়ে পুঁজ পড়তে শুরু করে। এইসব অবহেলার জন্য শরীরের অন্যান্য অংশেও ক্ষতি করতে পারে। যেমন টনসিলের ক্রনিক সমস্যা শরীরের সন্ধিস্থলের হাড়ে ব্যথা শুরু হয়।

তাই গলার সমস্যা এড়াতে প্রয়োজন কিছু সতর্কতা—

ওরাল হাইজিন :
সর্বদা মুখের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ ওরাল হাইজিন ঠিক না হলে শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রবেশ করতে পারে সহজেই।

ব্যক্তিগত কু-অভ্যাসগুলিকে বর্জন করার চেষ্টা করুন। অন্যকেও বর্জন করার পরামর্শ দিন।

পরিবেশগত সুরক্ষা নেওয়া উচিত। শীতের শেষেও উপযুক্ত শীতবস্ত্র ব্যবহার করা দরকার।

গলার সমস্যা দূর করতে শরীরে ইমিউনিটি গড়ে তোলা দরকার। তার জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, সয়াবিন যথেষ্ট পরিমাণে খেতে হবে। ভিটামিন সি যুক্ত খাবার যেমন টাটকা ফল, সবজি, লেবু খাওয়া দরকার। কারণ ভিটামিন সি অ্যান্টি ইনফেকটিভ হিসাবে কাজ করে। সবশেষে বলা যেতে পারে, শরীরকে সুস্থ রাখতে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক লক্ষণগুলি অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে চলুন এবং শরীর সুস্থ রাখুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০১৮-২০১৯ সালের
বাজেট ভাষণ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মুখ্যমন্ত্রী ও
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছবে সংখ্যালঘুরা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,
মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৩৮ নং দাবির অধীনে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিম্নলিখিত মুখ্যখাতগুলির জন্য ২০১৬-১৭ সালের ৩১১৩,৬১,০৬,০০০.০০ টাকার বাজেট সংস্থানের পরিমাণকে বর্ধিত করে মোট ৩৪৭০,৭৮,৩৪,০০০.০০ (তিন হাজার চারশো সত্তর কোটি আটাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক :

২০৫২ - সচিবলায় - সাধারণ কৃত্যকসমূহ
২২০২ - সাধারণ শিক্ষা
২২০৪ - ক্রীড়া ও যুব পরিষেবাসমূহ
২২২৫ - তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও সংখ্যালঘু কল্যাণ
২২৩৫ - সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ
২২৫০ - অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা
২২৫১ - সচিবালয়-সামাজিক কৃত্যকসমূহ
২৫১৫ - অন্যান্য গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি
৪২০২ - শিক্ষাস, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূলধনী বরাদ্দ
৪২১৬ - আবাসন ক্ষেত্রে মূলধনী বরাদ্দ
৪২৩৫ - সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে মূলধনী বরাদ্দ
৪২৫০ - অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে মূলধনী বরাদ্দ

এই সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধাসহ শিক্ষার মানোন্নয়ন, যুবসমাজ, বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের জন্য স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ, গৃহহীন ও সর্বস্বান্ত মানুষদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন ঘটিয়ে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ যাতে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছতে পারেন সেজন্য তাঁদের প্রতি সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে, ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাওয়া-সহ আরও বহু ক্ষেত্রে এইসব বহুমুখী প্রচেষ্টার সুফল দেখা দিতে শুরু করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সার্বিক পরিস্থিতির গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের যে অপ্রতিহত দায়বদ্ধতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বাজেটেই তার প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এবছরের জন্য প্রস্তাবিত যোজনা বাজেট সংস্থানের পরিমাণ হল ২৮১৫ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ সালের যোজনা বাজেটের তুলনায় ছয় গুণ বেশি।

সরকারি চাকরিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন ১৭% সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনি সংস্থান এবং ২০১৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণ) আইন-এর সুফল ফলতে শুরু করেছে। এর ফলে নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ শ্রেণির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণ বৃদ্ধির রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য ১০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ১০৭.৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক-পূর্ব, মাধ্যমিকোত্তর, আর্থিক সঙ্গতি তথা মেধা বৃত্তি ও মেধা সহায়তা কর্মসূচির মতো বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বাবদ ২৩৫১ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (ডব্লিউবিএমডিএফসি) কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে, যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। এই অর্থবর্ষে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা হল ২৬.৬ লক্ষ।

স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, ২০১১ সাল থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়বুক্ত ৪.৯৯ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের ঋণ বাবদ ৯০০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (ডব্লিউবিএমডিএফসি) কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে উপভোগকারীর সংখ্যা হল ১.৩৬ লক্ষ।

২০১১ সাল থেকে ৪০৭টি হস্টেল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০৭টি হস্টেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০৪টি হস্টেল চালু হয়েছে।

রাজ্য সরকার ভরণপোষণ ভাতা নামে একটি নতুন কর্মপ্রকল্প চালু করেছে, যার অধীনে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসা/স্কুল সংলগ্ন হস্টেলগুলিতে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে বছরে ১০ (দশ) মাসের জন্য প্রতি মাসে মাথাপিছু ১০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। হস্টেলগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোট ১৮৭৫টি বিভিন্ন শ্রেণির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদগুলিতে স্বসহায়ক গোষ্ঠীর কর্মীদের নিয়োগের সংস্থান করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে এবং কৃষক ও কারিগরদের জন্য স্বনিযুক্তি ও বিপণনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ১৯২টি বিপণন হাব (কর্মতীর্থ) স্থাপন করা হচ্ছে। এই অর্থবর্ষে বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (এমএসডিপি) এবং আরআইডিএফ-এর অধীনে প্রতিটির জন্য ৩২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ১১০টি বিপণন হাব (কর্মতীর্থ) স্থাপন করা হচ্ছে। কর্মতীর্থগুলির জন্য এখনও পর্যন্ত ৫৭১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

নিউটাউন ও পার্ক সার্কাসে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য ৫১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নিউটাউন ক্যাম্পাস ও পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে পুরোদমে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউটান ক্যাম্পাসের ছাত্রীনিবাসটিও চালু হয়ে গিয়েছে।

২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত ৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মাত্র ৬১টি সাধারণের ব্যবহার্য সমাধিস্থলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই ছয় বছরে আমরা ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২১৯টি সাধারণের ব্যবহার্য সমাধিস্থলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছি। এই অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (এমএসডিপি)-র অধীনে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১৫১টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে প্রতিটির জন্য ৭০ লক্ষ টাকা হারে মোট ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হল নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের উপর আরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে 'পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া উন্নয়ন পর্ষদ' গঠন করা হয়েছে।

১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মদিনাতুল হুজ্জাজ নামক তৃতীয় হজ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেটি কাজ শুরু করেছে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উন্নয়নমূলক কর্মপ্রকল্পসমূহ

১৫১টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকসমূহ (এমসিবি)-এর জন্য বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (এমএসডিপি) :

বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য হল আর্থ-সামাজিক মাপকাঠি এবং মূল পরিষেবাদির মাপকাঠির নিরিখে সার্বিকভাবে জেলাগুলির উন্নতিসাধন করে তাদের জাতীয় গড়ের সমমানে নিয়ে আসা এবং এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বুনিয়াদি স্তরের সমীক্ষায় চিহ্নিত উন্নয়ন ঘাটতিগুলিকে পূরণ করা। এই জেলাগুলি হল কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরনগা ওকলকাতা। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলার (এমসিডি) পরিবর্তে ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ২৫% বা ততোধিক সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বিশিষ্ট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকসমূহ (এমসিবি)-কে বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (এমএসডিপি)-র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং ১৬টি জেলায় মোট ১৫১টি এমসিবি রয়েছে। ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত কয়েকটি প্রকল্প হল—আইএওটাই-এর আওতাধীন আবাসন, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র নির্মাম, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ, হস্তচালিত পাম্প বসানো, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, আইটিআই ভবন, পলিটকেনিক, বিদ্যালয়গুলিতে শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, সৌরলণ্ঠন ও হস্টেলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত ২৪০১.৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এটি গর্বের বিষয় যে দ্বাদশ যোজনাকালে বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থগ্রহণ ও সদ্ব্যবহারের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্মসূচি (আইএমডিপি)

রাজ্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নয় এবং জেলাগুলিতে আর্থ-সামাজিক এবং মূল পরিষেবাদির মাপকাঠির উন্নতিসাধন করতে এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের অনুরূপ নীতির অনুসরণে রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নয় এবং জেলাগুলির সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লক এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, আবাসন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের জন্য সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্মসূচি (আইএমডিপি) চালু করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনিপুর, হুগলি, দার্জিলিং, মালদহ, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার এই ১১টি জেলার ৩১টি ব্লক, যেখানে ২০ শতাংশ বা তার বেশি সংখ্যক মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া এই দুই জেলার যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ২০ শতাংশের বেশি সেই অঞ্চলগুলিতে আইএমডিপি-র আওতায় কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের জন্য গৃহীত হয়েছে এবং উপরোক্ত ১৩টি জেলায় এই ধরনের কর্মপ্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার তহবিল সংস্থান করছে। এখনও পর্যন্ত এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে ২১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সমাধিস্থলের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য কর্মপ্রকল্প

এই বিভাগ কবরখানা ও সমাধিস্থলের জবরদখল বা অপব্যবহার রুখতে এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে চলেছে।

ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল নির্মাণের কর্মপ্রকল্প

৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০৭টি হস্টেল (ছাত্রীদের - ২০০, ছাত্রদের - ২০৭) নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। হস্টেলগুলিতে আসবাব ও বাসনপত্র সংগ্রহের জন্য হস্টেলপিছু ১১.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩৭৫টি মাদ্রাসা/স্কুল সংলগ্ন হস্টেলগুলির জন্য পরিচালন ও ব্যবস্থাপন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা সংলগ্ন হস্টেলগুলির পরিচালন ও ব্যবস্থাপনের জন্য ১৮৭৫টি বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ

জনসাধারণ যাতে বিভিন্ন সরকারি কর্মপ্রকল্পের বিষয়ে অনায়াসে জানতে পারেন এবং সেগুলির রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সেইজন্য কুড়িটা জেলাতে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কার্যালয়, সংখ্যালঘু ভবন স্থাপিত হচ্ছে। যার মধ্যে ১৯টি জেলাতে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একজন ডব্লিউবিসিএস (নির্বাহী) আধিকারিক থাকবেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ (ডব্লিউবিবিএমই)

রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৯৪ প্রণয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা পেয়েছে। উক্ত আইনের সংস্থান অনুযায়ী এই পর্ষদ উচ্চ মাদ্রাসার পরীক্ষা, আলিম (দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) এবং ফাজিল (দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) পরিচালনা-সহ মাদ্রাসাগুলি পরিচালনা করছে। মাদ্রাসা এবং মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উচ্চমাদ্রাসাগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা স্তরে উন্নীতকরণ এবং মাদ্রাসাগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার চালু করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এযাবৎ ২৩৬টি উচ্চমাদ্রাসাকে উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা স্তরে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৮৩টি মাদ্রাসায় আধুনিক পেশাগতভাবে লাভজনক বৃত্তিসমূহের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। রাজ্যে ৬১৪টি স্বীকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং ৪৯৭টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (এম এস কে) রয়েছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণির মাদ্রাসার মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

উচ্চমাদ্রাসা	৯০৭৪২
উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা (সাধারণ)	২১৩৬০৭
উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা (বিজ্ঞান)	১৩১৩৩৫
জুনিয়র হাই	২৩৯৩৯
সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল)	৭৭৬৩০
সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল ব্যতিত)	১৫৫৫৪
মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র	৯৫৯৯
মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (সিনিয়র মাদ্রাসার ন্যায়)	১৮০৫৩
মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র	৭৭৯৭০
শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	৬৩০৬

২০১৬ সালে পাসের হার যথাক্রমে উচ্চমাদ্রাসায় ৭৮.০৬%, আলিম-এ ৭৮.১% এবং ফাজিল মাদ্রাসায় ৮০.০৫% ছিল।

সাতের পাতায়

বিভাজনের রাজনীতি মানব না : অভিষেক

কৌশিক বসু

আগামী লোকসভা নির্বাচনে এবার বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চ্যালেঞ্জ, "আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে যে আসন সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয় সেখানে এসে দাঁড়িয়ে জিতে দেখান বিজেপির কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাংলা থেকে এটা আমার চ্যালেঞ্জ।"

দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাটে এক বিশাল জনসভায় বিজেপিকে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি অসমে এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এনআরসি নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেকের প্রশ্ন, " অসমে ৪০ লক্ষ লোককে অনুপ্রবেশকারী ঘোষণা করা হল। তবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিনের পরিবার কি অনুপ্রবেশকারী? আবার সেনাতে ৩০ বছর কাজ করেও যদি কেউ অনুপ্রবেশকারী হন, তাহলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী কী, সেটা নিয়েও আমার প্রশ্ন।" এনআরসি ইস্যুতে ৪০ লক্ষ লোকের নাম বাদ পড়ার খবর প্রকাশ পেতেই গর্জে ওঠেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দেন, অসমের বাঙালি তথা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে মা-মাটি-মানুষের দল। বালুরঘাটের সভা থেকে বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতির যোগ্য উত্তর দিয়েছেন অভিষেক।

তৃণমূল কংগ্রেস যুবর সভাপতি বলেন, "বিজেপি জয় শ্রীরাম বলে চিৎকার করে আর দেশের বিভাজন চায়। রাজ্যে দাঙ্গা বাধাতে চায়। আর এসব করেই ভোটে জেতার স্বপ্ন দেখছে তারা।" এপ্রসঙ্গে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "রাজ্য থেকে ২২টা সিটের আশা দেখছে বিজেপি। যে সিট সব থেকে নিরাপদ, মনে হয় ওদের সেখানে কোনও কেন্দ্রীয় নেতা এসে দাঁড়িয়ে জিতে দেখান। বাংলা থেকে এটা আমার চ্যালেঞ্জ।"

বালুরঘাটে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

এছাড়াও বিভাজন তৈরির লক্ষ্যেই বাংলায় কুকথার রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপির নেতাদের ভাষার কোনও লাগাম থাকছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের উদ্দেশে কুকথা বলে বেড়াচ্ছেন বিজেপি নেতারা। এ প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কুকথার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। সংযত ভাষা কাকে বলে জানেন না। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশেও ওরা কুকথা বলছেন। এটা মেনে নেওয়া হবে না। এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়।" জনগণের ভালবাসা নিয়ে মানুষের মনে রয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কুকথা বলে আর বিভেদের রাজনীতি করে বাংলায় পার পাওয়া যাবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করে বলেন, "জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা নির্দেশে বিজেপিকে পাঁচ মিনিটে বাংলা থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তৃণমূল কর্মীরা।" দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশজুড়ে এক অস্থিরতা শুরু হয়েছে। সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই দখলদারি করছে বিজেপি। মানুষ কী খাবে কী পরবে, তাও ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে গোরক্ষকদের হাতে খুন হচ্ছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা। চরম উদ্বেগ দেশজুড়ে। গোরক্ষকদের হাতে খুন, উত্তরপ্রদেশে অক্সিজেনের অভাবে শিশুমৃত্যুর ঘটনা তুলে ধরেও বিজেপির কড়া সমালোচনা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাজ্যে বিজেপি-সিপিএমের গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেছেন তিনি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগে লাল হার্মাদ ছিল। এখন তলে তলে উন্মাদ গেরুয়া হয়েছে।" সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গব্বর সিংয়ের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষ করেন তিনি। অসমে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, "তিন-চার পুরুষ ধরে যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা নাগরিক নন, এটা প্রমাণের চেষ্টা করছে বিজেপি। কোনদিন আমাকেও বলবে বিহারে চলে যাও। কারণ আমার পূর্বপুরুষ ওখান থেকে এসেছিলেন।" বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত এই বিশাল জনসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও দলের অন্য নেতারা।

করুণানিধি প্রয়াত

একের পাতার পর

তামিলনাড়ুর প্রতিটি মানুষের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।" তিনি উল্লেখ করেন, বিগত ৫০ বছর ধরে ডিএমকে-র সভাপতি পদে আসীন শ্রীকরুণানিধি পাঁচ বার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণ দেশের রাজনীতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মুথুভেল করুণানিধি প্রধানত কলাইনার বা 'শিল্পী' নামেই পরিচিত ছিলেন। থালাইভা বলেও তাঁকে ডাকতেন তাঁর অনুগামীরা। তামিল এই শব্দের মানে একই সঙ্গে নেতা বা প্রধান। ১৯২৪ সালে নাগপট্টিনাম জেলার থিরুক্কুভাই গ্রামে জন্ম তাঁর। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ছিল। সিনেমার চিত্রনাট্য যেমন লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন গল্প, উপন্যাসও। ২০ বছর বয়সে চিত্রনাট্যকার হিসাবে কাজ শুরু করেন। লিখেছেন সিনেমার গানও। ১৪ বছর বয়সে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছিলেন। জাস্টিস পার্টির আলাগিরিস্বামীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ঝোঁকেন রাজনীতিতে। ১৯৫৭ সালের ভোটে কুলিথালাই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে ৩৩ বছর বয়সে প্রথমবার বিধায়ক হন। আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুর পর ১৯৬৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১১ সাল পর্যন্ত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শোকের আবহেই অবশ্য সমাধিস্থল ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। মামলা গড়ায় চেন্নাই হাই কোর্টে। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে মেরিনা বিচে আন্নাদুরাইয়ের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় প্রয়াত নেতাকে। আদালতের নির্দেশে সন্তোষ প্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও। বিষয়টিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয় তামিলনাড়ুতে। সাতদিন চলবে রাষ্ট্রীয় শোক।

পড়ুয়াদের জীবন

একের পাতার পর

ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে নিজেকে সমাজবন্ধু হিসাবে গড়ে তুলবে, সেই পাঠ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, "বি কুল, বি পজিটিভ, অলওয়েজ স্মাইল।" এও বলেছেন, "হতাশা নয়। কখনও ভেঙে পড়া নয়। মনের দরজা বন্ধ নয়। দুর্বল মনে করা নয়। ভাবনায় চিরবসন্ত রাখা। দুঃখ হলে আঁকিবুকি করা। মনের আয়নায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা।" পড়াশোনার সঙ্গে শরীর চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলো, গান, আঁকার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখার কথা ছাত্রছাত্রীদের বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়াশোনা, গবেষণার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে গেলেও দেশে ফিরে আসার আবেদন মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "জীবন আছে বলে স্বপ্ন দেখতে হবে। আজকের প্রজন্ম রামধনু রঙের মতো রঙিন।"

উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছবে সংখ্যালঘুরা

ছয়ের পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নামে একটি পৃথক শিক্ষক/অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগ কমিশনও গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন এখন পর্যন্ত ৫২৬৯ জন শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগ করেছে। কলকাতা হাই কোর্টে কমিশনের সাংবিধানিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একক এবং ডিভিসন বেঞ্চ উভয়ই এই রায় দিয়েছেন যে এই কমিশন প্রতিষ্ঠাকারী আইন অসাংবিধানিক। ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ আদালত ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (ডব্লিউবিএমডিএফসি)

ডব্লিউবিএমডিএফসি-র কাজ হল স্ব-নিযুক্ত উদ্যোগসমূহের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পেশাদারি শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষাগত ঋণ, জলপানি ও বৃত্তি, স্ব-নিযুক্তির জন্য ১৮-৫০ বছর বয়সি সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম ইত্যাদি এবং যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় গ্রামাঞ্চলে অনূর্ধ্ব ৮১,০০০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে অনূর্ধ্ব ১,০৩,০০০ টাকা তাদের ক্ষেত্রে ১৬-৩২ বছর বয়সিদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মপ্রকল্প সংস্থান করা। মেয়াদি ঋণ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং ১ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের, বিশেষত মহিলাদের আয়সঞ্চয়ক অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য ১৮/২৪ মাসে ফেরতযোগ্য বার্ষিক ৬% সুদে সরাসরি স্বল্প ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণদান (মাইক্রো ফিনান্স) করা হয়। সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অধীনে যে কোনও ধরনের আয় সৃজনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীসমূহকে সহজ শর্তে ঋণপ্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক উপকারভোগী ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত ভরতুকি প্রদান করা হয়। চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিচালনবিদ্যা (ম্যানেজমেন্ট), ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি পেশাগত পাঠক্রমের ক্ষেত্রে ভারতে পড়াশোনা করার জন্য বছরে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ পড়াশোনা করার জন্য বছরে সর্বাধিক ৪ লক্ষ টাকা 'শিক্ষাঋণ' প্রদান করা হয় এবং দুই বছর সময়সীমার মধ্যে যথাযথ সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে ওই ঋণকে সুদমুক্ত করা হয়েছে। পেশাগত/কারিগরি পাঠক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা চালানোর জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বছর ৩০,০০০ টাকা (অর্থাৎ মূল পাঠক্রম ফি অথবা বছরে ২০,০০০ টাকা যেটি কম হবে, এবং সেইসঙ্গে ভরণপোষণ ভাতা হিসাবে হস্টেলবাসীদের জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত/দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০০০ টাকা পর্যন্ত) মেধা ও সঙ্গতি বৃত্তি প্রদান করা হয়। একাদশ শ্রেণি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা চালানোর জন্য মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান করা হয়। পাঠক্রম ফি ও ভরণপোষণ খরচকে যুক্ত করে প্রতিবছর ২৭০০ টাকা থেকে ১০,৮০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। যেসব ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং যারা শেষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করেছেন ও ৫০ শতাংশের কম নম্বর পেয়েছেন, সেইসব ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (মেধা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে) প্রদান করা হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য প্রাক-প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। বাৎসরিক বৃত্তি হিসাবে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দিবা-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বছরে ১২৪০ টাকা এবং হস্টেলবাসী ছাত্রছাত্রীর জন্য বছরে ৬২৪০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। হাজি মহম্মদ মহসিন উৎসর্গীকৃত তহবিল বৃত্তি হল একটি এককালীন বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা, যেখানে ১০০ জন মুসলিম ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে, যাদের মধ্যে ৭০ জন মাধ্যমিক, ২০ জন উচ্চমাদ্রাসা ও ১০ জন সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষা দিয়েছেন, মেধা অনুযায়ী ২০০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতার উন্নতি ঘটানোর জন্য মূলত নামকরা প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা - ইসিআইএল, ইডিসিআইএল, আইআইআইএম, ওয়েবেল, এনএসএইচএম,

জেআইএস, রাজ্য উৎপাদনশীলতা পরিষদ ইত্যাদিতে বৃত্তি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। কর্মনিযুক্তির (স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের) জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিদের মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির জন্য সংরক্ষণ ছাড়াও, ২০১১ সাল থেকে সংখ্যালঘুদের উচ্চাশা ও উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভাষা, মানবতা, ধাত্রীবিদ্যা, শিক্ষা, আইন ইত্যাদি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৫০০। জমি, লোকবল এবং সরঞ্জাম জোগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিউটাউনে একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পার্ক সার্কাসে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাস চালু হয়েছে।

সংক্ষেপে সাফল্যসমূহ ২০১১ থেকে

- ২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ক্যাম্পাসটি নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসটি গঠন করা হয়েছে এবং এটিতে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে।
- ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ছাত্রীনিবাস ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই ছাত্রনিবাসটিও চালু হয়ে যাবে।

সাফল্যসমূহ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে

- ধাত্রীবিদ্যায় বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের (৪ বছর) পঠনপাঠন চালু হয়েছে। প্রথম ব্যাচে ৬০ জন ছাত্রী ভরতি হয়েছে।
- জীববিদ্যায় এমএসসি - বিএসসি (৫ বছর) এর পঠনপাঠন চালু হয়েছে।
- ৪৫ জন নতুন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক ফ্যাকালটি সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এবং সমকালীন ওয়েবসাইট চালু হয়েছে।
- ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে আরবি, ইংরেজি, ম্যানেজমেন্ট এবং বিজেনস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গণিত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক একাধিক জাতীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- হাজি মহঃ মহসিন ক্যাম্পাসের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি (ডব্লিউবিইউএ)

রাজ্যে উর্দু ভাষা এবং সাহিত্যের প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১ সাল থেকে এই অ্যাকাডেমির পরিকাঠামো এবং সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, কাজকর্ম-কে আরও বহুমুখী করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া ২০১১ সাল থেকে অ্যাকাডেমির বাজেট বরাদ্দ ৭ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা (সংশোধনী) আইন, ২০১২ কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে ১০% বেশি উর্দুভাষী জনগণ বসবাস করেন, সেখানে উর্দু ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সরকারি অফিসে মাতৃভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উর্দুভাষী জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবির স্বীকৃতি দিয়ে এই আইনকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন এমন যাদের মাতৃভাষা (হিন্দু, উর্দু, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি, গুরুমুখি) তাদেরকে ভাষাগত সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাফল্যসমূহ ২০১৬-১৭

- আসানসোলে উর্দু অ্যাকাডেমির শাখা অফিস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণব্যয় ৮.৬৬ কোটি টাকা। ইসলামপুরের শাকা অফিসটি নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এর জন্য ১১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উৎসব জশন-এ-আজাদি সংগঠিত করা হয়েছে।
- কলকাতাতে উর্দু বইমেলা ও নাট্যোৎসব সংগঠিত করা হয়েছিল।
- ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ৬০ জন যুবক-যুবতীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির ৬৫০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী প্রত্যেক ৫০০ টাকা করে পুস্তক-ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ ৩২.৫০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন (ডব্লিউবিএমসি)

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সংবিধান, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষা কবচ হিসাবে এই কমিশন কাজ করে চলেছে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থে গৃহীত নীতি ও রূপায়িত কর্মপরিকল্পনাসমূহ তারা পর্যালোচনা করে এবং সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের স্বার্থে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত অতিরিক্ত উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করে। কমিশনের সুপারিশগুলি দ্রুত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে পাঠানো হয়।

রাজ্য হজ কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে হজযাত্রীদের যাতায়াত এবং কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে থাকে। রাজ্য সরকার হজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫৮,৭৯০ জন হজ তীর্থযাত্রী হজ সম্পন্ন করেছেন, যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। বিগত বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮৪০০ জন হজ যাত্রী হজ সম্পন্ন করেছেন।

নিউটাউনের রাজারহাটে রাজ্যের তৃতীয় হজ ভবন নির্মাণের জন্য ৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১৬ সালের ২৮ জানুয়ারি মদিনাতুল হুজ্জাজ নামে নতুন হজ ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেছেন। এর নির্মাণ ব্যয় ১০০ কোটি টাকা।

কলকাতার কৈখালিতে হজ ভবন তথা ছাত্রী আবাস নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর নির্মাণ ব্যয় ১৪.৫৪ কোটি টাকা।

কলকাতার দিলখুসা স্ট্রিট-এ ২.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি হজ ভবন তথা কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠছে।

ওয়াকফ পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ পর্ষদের প্রধান কাজগুলি হল নথিভুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও দেখভাল করা। এই পর্ষদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিও প্রদান করে থাকে।

সাফল্যসমূহ ২০১৬-১৭

- এই অর্থবর্ষের জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ৬৩৮৮৫ জন ইমাম এবং মোয়াজ্জিনকে মোট ১১৫.০৫ কোটি টাকা সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ইমাম এবং মোয়াজ্জিনরা স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে স্কুলছুট প্রতিরোধ করতে, টিকাকরণ এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ পর্ষদ ১৩টি মুসলিম হস্টেল পরিচালনা করছে।
- এই হস্টেলগুলিতে মোট আবাসিকসংখ্যা ১৪৩৫ জন (ছাত্র ২৭০ এবং ছাত্রী ১১৬৫)।
- ওয়াকফ পর্ষদ ৭৭৯ জন দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে মোট ২৬.৮৫ লক্ষ টাকা জলপানি প্রদান করেছে।
- ১৫৫০টি ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তকরণের দরখাস্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। ৯৫টি ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য মোতওয়ালি/মোতওয়ালিসভা নিয়োগ করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ সালের ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ৯৮ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ সালের জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত এর পরিমাণ ৬৮.৮৯ লক্ষ টাকা।
- ৬১৬০টি ওয়াকফ সম্পত্তির জরিপের কাজ চলছে।

ওয়াকফ ট্রাইবুনাল

ওয়াকফ আইনের (সংশোধিত) সংস্থান অনুসারে একজন সভাপতি ও দুইজন অতিরিক্ত সদস্যসহ একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাইবুনাল নিয়মিত কাজ করে চলেছে এবং ওয়াকফ পর্ষদের নির্দেশানুসারে গৃহীত আবেদনগুলির মীমাংসা করে চলেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এইকথা বলে আমি এই সুমহিম সভাকক্ষে ৩৮ নং দাবির অধীনে যথাযথ মুখ্যখাতগুলিতে মোট ৩৪৭০,৭৮,৩৪,০০০.০০ (তিন হাজার চারশো সত্তর কোটি আটাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পেশ করছি।

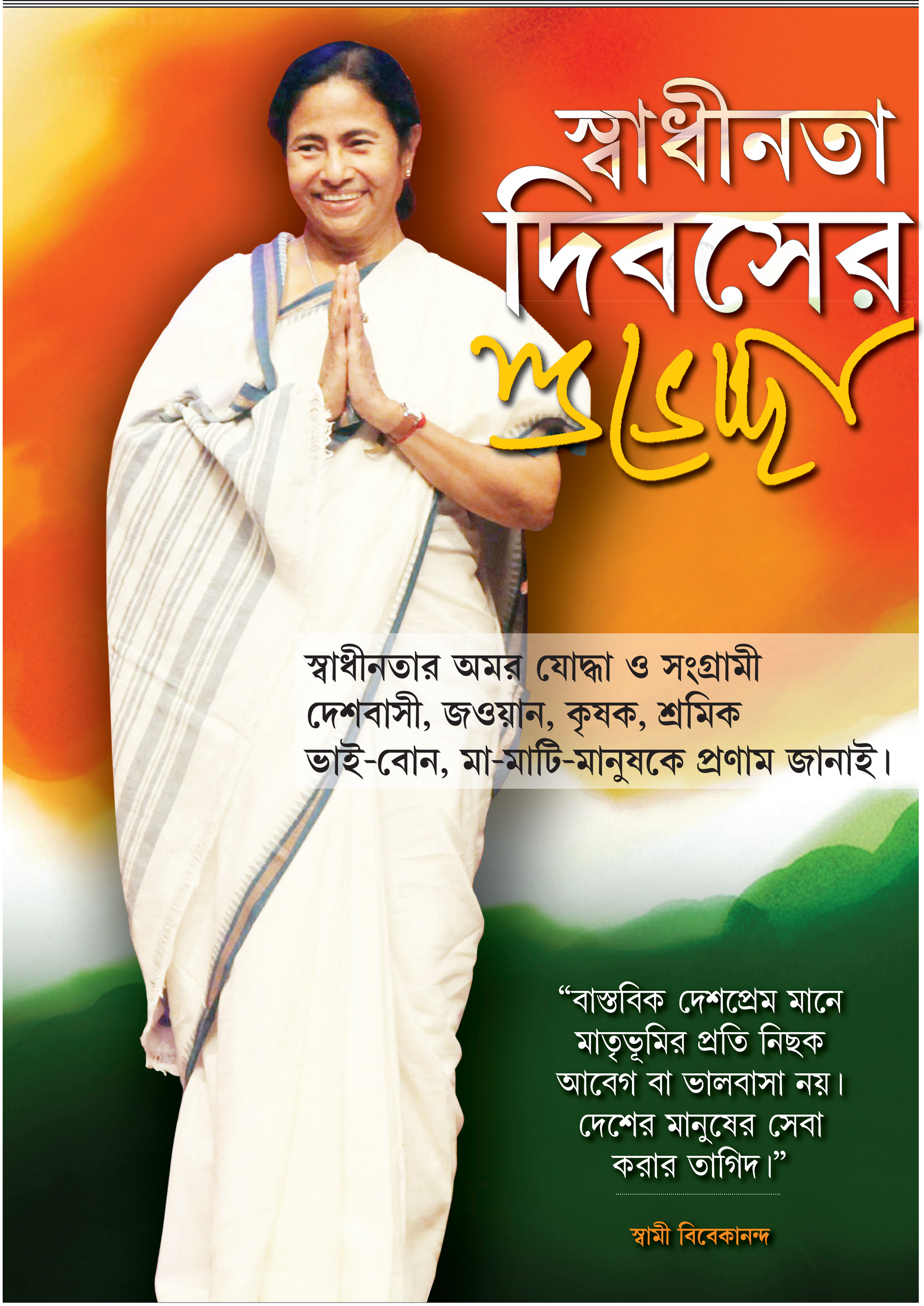

সম্পাদক : **পার্থ চট্টোপাধ্যায়।** বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৪১। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা— ৭০০০২৬ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা—৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৪৫৪ ০৮৮১

Editor : **Partha Chattopadhyay.** Year 14, Volume 41. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from 30B Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700026 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2454 0881.